NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি সাহিত্য সংস্কৃতি নবপত্রিকা
সোম স্বাস্থ্য বীমা আরোগ্য
মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি টার্গেট
বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি ঘুরে দেখি
বৃহস্পতি খেলার জগৎ গ্যালারি
শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ বায়োস্কোপ
শনি অর্বেক আকাশ চিত্রাঙ্গদা

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ বলাগড় ঈশ্বরীপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের রাসায়নিক কারখানায় আগুন

শ্যামনগরে বন্ধ হয়ে গেল ৪৮ বর্ষের শ্যামাপুজো ২

কলকাতা ২২ অক্টোবর ২০২৫ ৪ কার্তিক ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ১৩০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.10.2025, Vol.19, Issue No. 130, 8 Pages, Price 3.00

দীপাবলিতে দেশবাসীকে খোলা চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রী

‘সিঁদুরে’র সাফল্য ‘রাম কে নাম’

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর: দীপাবলিতে দেশবাসীকে খোলা চিঠি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য তিনি সরাসরি রামচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছেন। একইসঙ্গে দেশে মাওবাদী দমনের সাফল্যের কথাও তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী।

এই বছরের দীপাবলিতে দেশবাসীকে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি তাঁর শুভেচ্ছা বার্তায় দেশবাসীকে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, এটি অযোধ্যার রাম মন্দিরের মহান নির্মাণের পর দ্বিতীয় দীপাবলি। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ‘‘শ্রী রাম আমাদেরকে ন্যায্যতার পথে চলতে শেখান এবং অন্যায় প্রতিরোধ করার সাহস দেন। আমরা সম্প্রতি ‘অপারেশন সিঁদুর’-এ এর জীবন্ত উদাহরণ দেখেছি। এই অভিযানে ভারত কেবল ন্যায্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেনি, বরং অন্যায় প্রতিও প্রতিশোধ নিয়েছে।’’

তিনি উল্লেখ করেন, এই দীপাবলিটি বিশেষ, কারণ দেশের বহু জেলায়, এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও প্রথমবারের মতো প্রদীপ জ্বালানো হবে। এই জেলাগুলো সেই স্থান যেখানে নকশালবাদ ও মাওবাদী সন্ত্রাস শিকড় থেকে নির্মূল হয়েছে। সম্প্রতি অনেকেই সহিংসতার পথ ত্যাগ করে উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত হয়েছেন এবং দেশের সংবিধানে বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি দেশের জন্য একটি বড় অর্জন।

মোদী আরও বলেন, ‘‘এতগুলি ঐতিহাসিক অর্জনের মাঝে দেশ সাম্প্রতিক দিনে পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কার শুরু করেছে। নবরাত্রির প্রথম দিনে কম জিএসটি হার কার্যকর হয়েছে। এই ‘জিএসটি বচত উৎসব’-এ নাগরিকরা হাজার হাজার কোটি টাকা সঞ্চয় করছেন। বিশ্বে একাধিক সঙ্কটের মাঝে, ভারত স্থিতিশীলতা ও সংবেদনশীলতার প্রতীক হিসেবে উদ্ভাসিত হয়েছে। আমরা অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার পথে এগোচ্ছি।’’

তিনি দেশের নাগরিকদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘‘একটি ‘বিকশিত’ ও ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর পথে আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব হলো দেশের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন। আসুন আমরা ‘স্বদেশী’ পণ্য গ্রহণ করি এবং গর্বের সঙ্গে বলি, ‘এটি স্বদেশী!’ আসুন ‘এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর মনোভাব প্রচার করি। সব ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখি, স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব দিই। খাদ্যে তেলের ব্যবহার ১০ শতাংশ কমাই এবং যোগাভ্যাস গ্রহণ করি। এই প্রচেষ্টা আমাদের দ্রুত ‘বিকশিত ভারত’-এর দিকে নিয়ে যাবে।’’

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ‘দীপাবলি আমাদের শেখায়, যখন একটি প্রদীপ অন্যকে আলোকিত করে, তখন তার আলো কমে না, বরং আরও বৃদ্ধি পায়। একই মনোভাব নিয়ে আসুন এই দীপাবলিতে আমাদের সমাজ ও পরিবেশে সংহতি, সহযোগিতা এবং ইতিবাচকতার প্রদীপ জ্বালাই।’ বার্তার সমাপ্তিতে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে আবারও দীপাবলির শুভেচ্ছা জানান।

এসআইআরে জাতীয় বৈঠক, ডাক সিইওদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশ জুড়ে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী অভিযানের প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে। এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করার আগে নির্বাচন কমিশন দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসছে। বুধ ও বৃহস্পতিবার দিল্লির দ্বারকার ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট (আইআইআইডিইএম) -এ অনুষ্ঠিত হবে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের দুই দিনের এই সম্মেলন।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, ওই বৈঠকে সব মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে থাকতে হবে ভোটার তালিকা সংশোধনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত বা যুগ্ম মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মিডিয়া সমন্বয়কারীকে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে পাঠানো এক চিঠিতে বলা হয়েছে, উপস্থিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী অভিযানকে আরও কার্যকর ও স্বচ্ছ করার জন্য রূপরেখা তৈরি করা হবে। পাশাপাশি রাজ্যগুলির মধ্যে সেরা কার্যপদ্ধতির বিনিময় ও ভোটার তালিকা প্রস্তুতিতে প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ নিয়েও বিস্তারিত পর্যালোচনা হবে এই বৈঠকে। চিঠিতে জানানো হয়েছে, ২২ অক্টোবর বিকেল তিনটা থেকে শুরু হবে বৈঠক। চলবে ২৩ অক্টোবর দুপুর পর্যন্ত। এই সম্মেলনে বিশেষভাবে আলোচনা হবে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী অভিযান সংক্রান্ত প্রস্তুতি, বাস্তবায়ন ও তদারকি নিয়ে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিটি রাজ্যে যাতে সময়সূচি অনুযায়ী সংশোধনী অভিযান নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হবে।

বহুতলে আগুন, ঝলসে মৃত চার

মুম্বই, ২১ অক্টোবর: দীপাবলির রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে নবি মুম্বইয়ের বহুতলে। গভীর রাতে এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে ঘুমের মধ্যেই ঝলসে মৃত্যু হয় ৪ জনের। পাশাপাশি আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায়।

যদিও কীভাবে এই আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে দীপাবলির রাতে এই দুর্ঘটনা ঘটায় প্রথামিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে আতসবাজি থেকেই এই অগ্নিকাণ্ড। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে রয়েছেন দুই মহিলা, একজন পুরুষ এবং একটি ৬ বছরের শিশুকন্যা রয়েছে। দুর্ঘটনার জেরে আহতদের ১০ জনকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাত ১টা নাগাদ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে নবি মুম্বই টাউনশিপের ভাসি এলাকায়। দুর্ঘটনার সময় বহুতলের বাসিন্দারা ঘুমোচ্ছিলেন। ফলে আগুন যে লেগেছে তা বুঝতেই দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যায়। ১৪ তলার ওই বহুতলে প্রথম আগুন লাগে ১০ তলায়, অল্প সময়ের মধ্যে তা ১১ ও ১২ তলায় ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ও দমকলকে খবর দিতে দিতে পেরিয়ে যায় বহু সময়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ৪০ জন দমকলকর্মী ও পুলিশবাহিনী। দীর্ঘ চেষ্টার পর ভোর ৪টে নাগাদ নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। ততক্ষণে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। পাশাপাশি আহত হয়েছেন আরও ১০ জন।

আলমারিতে মৃতদেহ, খুন নাকি আত্মহত্যা ?

পঞ্চমের ছাত্রীর বাবা ও সৎ মা আটক, মৃতা আরজি করে দোষী সঞ্জয়ের ভাগ্নি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিপুরে বাড়ির আলমারি থেকে ছাত্রীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মৃতার বাবা ভোলা সিং এবং সৎ মা পূজা রায়কে থানায় নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। অন্য দিকে, বছর দশেকের সঞ্জনা সিংয়ের দেহের ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টও হাতে পেয়েছে পুলিশ। তাতে আত্মহত্যার আভাস মিলেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, আলমারিতে একটি হ্যাঙ্গারে আংশিক ভাবে ঝুলছিল তার দেহটি।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত সঞ্জয় রায়ের ভাগ্নি ছিল সঞ্জনা। প্রাক্তন সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয়ের বড়দি ববিতা রায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আলিপুর থানার বিদ্যাসাগর কলোনির বাসিন্দা ভোলার। তাঁদের মেয়ে ছিলেন সঞ্জনা। মেয়েটি পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। বছরখানেক আগে ববিতা মারা যান। তখন ভোলা তাঁর শ্যালিকা, সঞ্জয়ের ছোড়দি পূজাকে বিয়ে করেন। পূজা পেশায় কলকাতা পুলিশের কর্মী বলে জানা যাচ্ছে। ভোলা একটি নিরাপত্তা সংস্থায় কাজ করেন। কাজের সূত্রে প্রায়শই বাইরে থাকেন তিনি।

বুধবার দুপুরে প্রতিবেশীদের আক্রমণের মুখে পড়ে পূজা দাবি করেছেন, তিনি সৎমেয়েকে খুন করেননি। সঞ্জনা আত্মহত্যা করেছে। তিনি জানান, গত সোমবার রাতে তিনি বাড়ি ফিরে মেয়েকে দেখতে পাননি। পরে আলমারি থেকে মেয়ের ঝুলন্ত দেহ পান। একই কথা বলেন ভোলা। তাঁদের দু’জনকে আলিপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে স্থানীয়দের দাবি, খুন-ই করা হয়েছে ওই নাবালিকাকে।

ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, বছর দশেকের ওই স্কুলছাত্রী কুখ্যাত আরজি কর কাণ্ডে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের ভাগ্নি। সোমবার সন্ধ্যায় মৃতার সৎ মা দাবি করেছিলেন, তিনি বাজারে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে দেখেন, মেয়ে নেই। কিছুক্ষণ পর আলমারির দরজা খুলতেই দেখতে পান, ভিতরে ঝুলছে মেয়ের দেহ। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনা প্রসঙ্গে পুলিশের কাছে স্থানীয়রা জানান, মেয়েটি দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। প্রায়ই মেয়েটির কান্নার শব্দ তাঁরা শুনতে পেতেন। সৎ মা এবং বাবা দু’জনেই মেয়েটিকে মারধর করতেন বলেও জানান তাঁরা। এমনকী একদিন দেওয়ালে মাথা ঠুকে দেওয়া হয়েছিল মেয়েটির। এই ঘটনায় প্রতিবেশীদের তরফ থেকে আপত্তি জানানো হলে মেয়েটির বাবা বলেছিলেন, স্ত্রীকে অনুমতি দেওয়া আছে মেয়েকে শাসন করার।

এরপর মঙ্গলবার সকালে তদন্তে নেমে পুলিশ মৃতার বাবা ও সৎমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকে। তখনই স্থানীয়রা তাঁদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান এবং পুলিশের সামনেই দম্পতিকে মারধর করেন।

জেলে গেলেন সারকোজি

■ স্ত্রী কার্লা ব্রুনির হাত ধরে প্যারিসের জেলে গেলেন ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজি। নির্বাচনী প্রচারের জন্য লিবিয়া থেকে বেআইনি ভাবে তহবিল সংগ্রহে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই প্রথম কোনও ফরাসি রাজনৈতিক নেতা জেলে গেলেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনও দেশের প্রাক্তন প্রধান এর আগে জেলে যাননি। ২০০৭ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ছিলেন সারকোজি। মঙ্গলবার দক্ষিণ প্যারিসের ল সাঁতে জেলে প্রবেশ করেন তিনি। আপাতত পাঁচ বছর ওটাই তাঁর ঠিকানা হতে চলেছে।

হামাসকে হুমকি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২১ অক্টোবর: শান্তিচুক্তির মাঝেই ইজরায়েলে ফের হামলার ষড়যন্ত্র করছে হামাস। এই রিপোর্ট সামনে আসার পর এবার হামাসকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সতর্কবার্তা দিয়ে জানালেন, ‘ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করলে হামাসকে সমূলে বিনাশ করা হবে।’

সোমবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক বৈঠকে হামাস প্রসঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা হামাসের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছি। যার মাধ্যমে ওরা শুধরে যাবে এবং ভালো আচরণ করবে। কিন্তু তা যদি না হয় সেক্ষেত্রে আমরা ভিতরে ঢুকব এবং প্রয়োজনে ওদের ধ্বংস করে দেব।’ শুধু তাই নয় হামাসের সমালোচনা করে ট্রাম্প আরও বলেন, ‘ওরা বরাবরই অত্যন্ত হিংস্র। কিন্তু এখন ওদের পিছনে ইরানের সমর্থন নেই। ফলে শুধরে যাওয়াই ওদের জন্য মঙ্গলজনক। তা না হলে সমূলে বিনাশ করা হবে হামাসকে।’

হামাসকে সতর্ক করে ট্রাম্প আরও জানিয়েছেন, ‘যদি হামাস যুদ্ধবিরতি ভেঙে হামলার করে, তবে আমরা ভিতরে ঢুকে পরিস্থিতি সামাল দেব। খুব দ্রুত এবং আক্রমণাত্মক ভাবেই তা করা হবে।’ তবে এ ক্ষেত্রে আমেরিকার সামরিক বাহিনী না পাঠানোর ইঙ্গিত দিয়ে ট্রাম্প বলনে, ‘আমি যদি ইজরায়েলকে বলি, তা হলে ওরা দু’মিনিটের মধ্যে ওখানে চলে যাবে। ওদের শুধু বলতে হবে বিষয়টা দেখে নাও। আমি এখনও সেটা বলিনি। হামাসকে শুধু এইটুকু সুযোগ দিতে চাই আমরা।’ উল্লেখ্য, গাজায় শান্তি চুক্তি সঠিকভাবে কার্যকর হচ্ছে কি না, তা দেখার জন্য সোমবার পশ্চিম এশিয়ায় গিয়েছে আমেরিকার এক প্রতিনিধিদল। মঙ্গলবার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সও গিয়েছেন ইজরায়েলে। তিনি সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি। তবে রবিবার মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের এক রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসে যেখানে দাবি করা হয়, নতুন করে হামলার ছক কষছে হামাস। এই রিপোর্ট পাওয়ার পর নতুন করে গাজায় বিমান হামলা চালায় ইজরায়েল। রাফা এলাকায় শতাধিক মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

বিহারে বিরোধী জোটে জট, কটাক্ষ চিরাগের

পাটনা, ২১ অক্টোবর: নামেই ‘মহাগটবন্ধন’, আসনরফা শিকেয়। আসন্ন নির্বাচনে ১২টি আসনে জোটের দলগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ছে। বিহারে আলাদা ভাবেই প্রার্থী ঘোষণা করেছে কংগ্রেস, আরজেডি, আপ, সিপিআই-সহ ইন্ডিয়া জোটের দলগুলি। এমনকী পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে এই অবস্থায় কটাক্ষ করছে শাসক জোট এনডিএ। বিরোধী পক্ষের ফাটল নিয়ে ব্যঙ্গ করেন লোক জনশক্তি পার্টির প্রধান চিরাগ পাসোয়ান। চিরাগ বলেন, ‘মহাগটবন্ধন’ ভার্সেস ‘মহাগটবন্ধন’!

আরজেডি এবং কংগ্রেস প্রার্থী ঘোষণার পর দেখা যাচ্ছে, অন্তত ছয়টি আসনে তারা একে অপরের প্রতিপক্ষ। অন্যদিকে কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিআই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে চারটি আসনে। এখানেই শেষ নয়, দু’টি আসনে (চৈনপুর এবং বাবুবাড়ি) বিকাশশীল ইনসান পার্টির সঙ্গে লড়ছে তেজস্বী যাদবের আরজেডি। সোমবার আরজেডির ১৪৩ প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই দেখা যায়, বৈশালী, সিকান্দ্রা, কাহালগাও, সুলতানগঞ্জ, নারকাটিয়াগঞ্জ এবং ওয়ারসালিগঞ্জে কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ তারা। অন্যদিকে সিপিআই-কংগ্রেস মুখোমুখি বাচওয়াড়া, রাজাপাকার, বিহার শরিফ এবং কারঘর।

লোক জনশক্তি পার্টির নেতা চিরাগ পাসোয়ান মন্তব্য করেন, ‘আমি এমন কোনও নির্বাচন দেখিনি যেখানে এত বড় জোট ভাঙনের দ্বারপ্রান্তে। আসন নির্বাচন নিয়ে বিরোধ থাকতেই পারে, কিন্তু ওরা আসন সংখ্যাও ঠিক করতে পারেনি।’ এখানেই না থেমে চিরাগের মন্তব্য, ‘বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই বলে কিছু হয় না। হয় তোমরা বন্ধু, নয়তো তোমরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ছ।’

এই পরিস্থিতি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে বিরোধী জোটের ঐক্য বা সমন্বয় বলে কিছু নেই। সম্ভবত এই কারণেই আসনরফা নিয়ে একাধিক দীর্ঘ বৈঠকের পরেও সমাধানসূত্র মেলেনি।

বাতাসের গুণমান ‘সহনীয়’, স্বস্তি কলকাতার

শুভাশিস বিশ্বাস

কালীপুজোর সন্ধেয় মোটেই মালুম হয়নি রাত আটটার পর থেকে কোমর বেঁধে পথে নামতে চলেছে শব্দাসুর। রাত আটটা বাজতেই কান পাতা দায় হয় তিলোত্তমা থেকে তার উপকণ্ঠ পর্যন্ত। শীর্ষ আদালতের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাত ১১টার পরও বিভিন্ন জায়গা থেকে শোনা গিয়েছে এই বাজির আওয়াজ। তবে এই ধরনের ঘটনা সবথেকে বেশি নজরে এসেছে কলকাতার উপকণ্ঠে। আর বাজির আওয়াজে কলকাতাকে এদিন নিঃসন্দেহে পিছনে ফেলেছে হাওড়া। বালি, বেলুড় এলাকায় এদিন একটু বেশ সন্ধে নামতেই কান পাতা দায় হচ্ছিল।

এদিকে এই বাজি নিয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল প্রথম থেকেই। সবুজ বাজির ফাটানোর নির্দেশিকার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল নির্দিষ্ট সময়সীমাও। এরপরও কলকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায় নিয়মবহির্ভূত ভাবে বাজি ফাটানোর অভিযোগও একাধিক ঘটনায়।

তবে স্বস্তির কথা একটাই। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দেওয়া তথ্যে অনুসারে দেখা যাচ্ছে, কলকাতার অধিকাংশ এলাকার বাতাসের গুণমান ‘সহনীয়’। ব্যতিক্রম শুধু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংলগ্ন অঞ্চল, যেখানে বায়ুমান সূচক এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ২৩৯ মানে ‘খারাপ’। কলকাতার বায়ুমান সূচকের যে তথ্য কেন্দ্রীয় দূষণ পর্ষদের তরফ থেকে পাওয়া গিয়েছে তাতে বালিগঞ্জে ১৬৭ (সহনীয়), বিধাননগরে ১৬৫ (সহনীয়), ফোর্ট উইলিয়ামে ১৪৩ (সহনীয়), যাদবপুর ২০০ (সহনীয়), রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৩৫ (সহনীয়), রবীন্দ্র সরোবরে১৪২ (সহনীয়), ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এলাকায় ২৩৯ (খারাপ)। অন্যদিকে হাওড়ায় দুই জায়গায় বাতাস ‘খারাপ’ বলেই মিলছে এই তথ্যে। কলকাতার তুলনায় হাওড়ার বাতাস নিয়ে চিন্তায় পরিবেশকর্মীদের একাংশ। সকাল ৯টার তথ্যে দেখা যাচ্ছে, বেলুড় মঠ এলাকায় ২০৬ (খারাপ), পদ্মপুকুর এলাকায় ২৪১ (খারাপ), বোটানিক্যাল গার্ডেনে ১৮৫ (সহনীয়), ঘুসুড়িতে ১৯২ (সহনীয়), দাসনগরে ১৫২ (সহনীয়)।

এই প্রসঙ্গে পরিবেশবিদদের একাংশ মনে করছেন, দিল্লির তুলনায় কলকাতার পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে ভালো। তবে সেটি একেবারেই নিরাপদ নয়। পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত এই প্রসঙ্গে জানান, ‘মানুষ এখনও সচেতন হয়নি। দিল্লির মতো বিপর্যস্ত না হলেও কলকাতার বাতাস মোটেও স্বস্তিদায়ক নয়। বাজি পোড়ানোয় শুধু বায়ুদূষণ নয়, শব্দদূষণও ভয়ঙ্কর আকার নিচ্ছে।’ এদিকে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র বলেন, ‘উত্তরে হওয়ার জন্য অন্যান্য রাজ্যের দূষণ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। এটাও একটা কারণ রাজ্যের দূষণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার নেপথ্যে। আমরা এর জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করছি। দিল্লিতে দূষণের মাত্রা অনেকটাই বেশি হয়ে গিয়েছে, সমুদ্রের পাড়ে অবস্থিত হয়েও মুম্বইয়ের দূষণের মাত্রা অনেকটাই বেশি। সহ-নাগরিকরা আমাদের আবেদনে সাড়া দিচ্ছেন, এটাই ভাল।’

এদিকে কালীপুজোর আগেই নিষিদ্ধ শব্দবাজির ব্যবহার নিয়ে সমন্বয় বৈঠক থেকে সর্তকবার্তা দিয়েছিলেন খোদ নগরপাল। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, প্রশাসনের দেওয়া বিধির ভঙ্গ করলেই পরিণতি হবে খারাপ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করবে লালবাজার। আর হলও তেমনটাই। সোমবার রাত পর্যন্ত নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটানো ও বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার শতাধিক। সোমবার নিষিদ্ধ বাজি ফাটানোর অভিযোগে ১৮৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৮৫২ কিলো নিষিদ্ধ শব্দবাজি। এই প্রসঙ্গে কলকাতার নগরপাল এও জানান, ‘অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে দূষণ, অন্যান্য বছর কিংবা অন্যান্য মেট্রো শহরের তুলনায় এবছর কলকাতাতে অনেকটাই কম দূষণ। সোমবার রাতে কলকাতা শহরে অনেকেই অভিযোগ করেছেন, অ্যাডেড এরিয়া থেকে অনেক অভিযোগ এসেছে।’ নগরপাল পাশাপাশি এও জানান, ধৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সঙ্গে নগরপালের সংযোজন, মঙ্গলবার সকালে কলকাতায় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স গড়ে ১৬৬। তবে সোমবার রাত এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে ৩৭৩ ছুঁয়েছিল কলকাতার দূষণ মাত্রা।

বলাগড় ঈশ্বরীপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের রাসায়নিক কারখানায় বিধ্বংসী আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মঙ্গলবার সকালে হঠাৎ করেই বিধ্বংসী আগুন লাগে মোহনপুর থানার বলাগড় ঈশ্বরীপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের একটি রাসায়নিক কারখানায়। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের একটি গেঞ্জি এবং ব্যাটারি কারখানায়। অগ্নিকাণ্ডের জেরে গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়। তাতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কারখানা লাগোয়া বাসিন্দারা। দমকলের ২০টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে বেশ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনে। যদিও অগ্নিকাণ্ডের জেরে রাসায়নিক কারখানা ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাশের গেঞ্জি কারখানা এবং ব্যাটারি কারখানাও কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, শট সার্কিট থেকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। যদিও বিধ্বংসী আগুন নেভাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছে দমকল বাহিনীকে।

দমকল আধিকারিক অভিজিৎ পান্ডে বলেন, আগুনের তীব্রতা এতটাই ভয়াবহ ছিল, সেই আগুন পাশের একটি গেঞ্জি কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। পার্শ্ববর্তী কারখানাগুলোতে যাতে আগুন ছড়িয়ে না-পড়ে, সেদিকে নজর রেখেই তৎপরতার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। অপরদিকে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দ্রবদন ঝাঁ বলেন, মোহনপুর থানার শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের বলাগড় ঈশ্বরীপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের একটি রাসায়নিক কারখানায় আগুন লাগে। সেই আগুন পাশের একটি গেঞ্জি ও ব্যাটারি কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। দমকলকর্মীরা কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অগ্নিকান্ডে হতাহতের খবর নেই।

ইছাপুরে নিহত দিলীপ দাসের পরিবারের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিটের নথি তুলে দিলেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নোয়াপাড়া থানার ইছাপুর নবাবগঞ্জ বাজার পাড়ায় নিহত দিলীপ দাসের পরিবারের হাতে তাঁর মেয়ের নামে পাঁচ লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিটের নথি তুলে দিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। মঙ্গলবার সন্ধেতে তিনি মৃতের মায়ের হাতে ফিক্সড ডিপোজিটের নথি তুলে দেন। প্রসঙ্গত, গত ১৬ অক্টোবর সকালে গাড়ি রাখা নিয়ে বচসার জেরে মৃত্যু হয়েছিল পেশায় গাড়ি চালক দিলীপ দাসের। ঘটনার দিন সন্ধেতে মৃতদেহ নিয়ে ইছাপুর কণ্ঠাধার মোড়ে রাস্তা অবরোধ করেছিলেন তাঁর পরিবার পরিজনরা। সেদিন পাঁচ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন জনদরদী গেরুয়া শিবিরের নেতা অর্জুন সিং। সেই

আশ্বাস মতোই এদিন মৃতের মায়ের হাতে তিনি ফিক্সড ডিপোজিটের নথি তুলে দিলেন। বিজেপি নেতার কথায়, তিনি কথা দিয়ে কথা রাখেন। অনেকেই আসেন রাজনীতি করার জন্য। কিন্তু খুব গরিব পরিবার হওয়ায়, তিনি তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। চাকরির বিষয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, এখুনি চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ভোট পরবর্তী হিংসা যখন হয়েছিল। সেইসময় দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৫১ টি পরিবারকে বিএসএফ এবং সিআরপিএফে চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এঁদের পরিবারের একজনকে চাকরির ব্যবস্থা করা হবে। এদিন মৃতের বাড়িতে হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং, নোয়াপাড়া-২ মন্ডল সভাপতি সুপ্রিয় দে প্রমুখ।

পুলিশ শহিদ স্মৃতি দিবস

দেশ দশের জন্য বা সমাজের সুরক্ষায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অসংখ্য পুলিশ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। সেই শহীদ বীর পুলিশ সদস্যদের স্মরণে প্রতি বছর ২১ অক্টোবর পালন করা হয় পুলিশ শহিদ স্মৃতি দিবস। মঙ্গলবার হাওড়া পানিয়ারা পুলিশ লাইনে অত্যান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশেষ এই দিনটিকে স্মরণ করা হয়। শহিদ পুলিশ সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ সুপার সুবিমল পাল। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক ও বিভিন্ন মর্যাদার পুলিশকর্মীরা। সেইসব শহিদ পুলিশ কর্মীদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে যে থাকবে এদিন সেই কথা আলোচিত হয়েছে।

অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাকে আধুনিক ও কার্যকর করতে মাস্টার প্ল্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের দমকল দপ্তর অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাকে আধুনিক ও কার্যকর করতে এক সর্বাঙ্গীন মাস্টার প্ল্যান হাতে নিয়েছে। সাম্প্রতিক কালে রাজ্যে একাধিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণহানির পর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছনো এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় কার্যকর অগ্নিনির্বাপণই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ইঞ্জিন দ্রুত পৌঁছতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার আদলে 'গ্রিন করিডর' চালুর প্রস্তাব চূড়ান্ত হয়েছে। একই সঙ্গে নির্দিষ্ট নম্বর চালু করে পুলিশের ধাঁচে একটি 'ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম' স্থাপন করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। ওই কন্ট্রোল রুম থেকে রাজ্যের যে কোনও অংশে জরুরি ভিত্তিতে নির্দেশ পাঠানো সম্ভব হবে।

প্রযুক্তি নির্ভর এই মাস্টার প্ল্যানের ড্রোন ব্যবহারের ভাবনাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিশেষত ঘিঞ্জি ও সরু গলির এলাকায় যেখানে বড় গাড়ি ঢোকানো কঠিন, সেখানে ড্রোনের মাধ্যমে আগুনের উৎস চিহ্নিত করা, উদ্ধারকাজে সহায়তা করা এবং পাইপ সংযুক্ত করে জল পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া চালুর পরিকল্পনা চলছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, হাইরাইজ ভবন, বস্তি এলাকা ও দুর্গম স্থানে এই ব্যবস্থা অগ্নিনির্বাপণে বড় ভূমিকা নিতে পারে। এর পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আরও ২৫টি নতুন দমকলকেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্তও হয়েছে। দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, বীরভূম, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং,সহ একাধিক জেলায় ঘনবসতিপূর্ণ ও বাণিজ্যিক এলাকায় এই নতুন কেন্দ্রগুলি তৈরি করা হবে। সরু গলিতে পৌঁছনোর সুবিধার জন্য ছোট ফায়ার ভেহিকল ও মোটরবাইকও কেনা হচ্ছে।

দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডে দেখা গিয়েছে, বাণিজ্যিক ভবনগুলিতে প্রায়শই 'ফায়ার এক্সিট' বন্ধ, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র অকেজো এবং দাহ্য পদার্থের অযথা মজুত থাকার কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতি এড়াতে বাণিজ্যিক কেন্দ্র ও বাজারগুলিতে 'ফায়ার অডিট' প্রক্রিয়া কঠোর ভাবে চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।

দমকল দপ্তরের এক কর্তার বক্তব্য, শুধুমাত্র প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, নাগরিক ও ব্যবসায়িক সচেতনতা বাড়ানোও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই মাস্টার প্ল্যান কার্যকর হলে আগুন নেভানোর গতি, দক্ষতা ও প্রতিরোধ ক্ষমতা, সবই এক ধাপ এগোবে বলে আশা দপ্তরের।

সাড়ে ৬০০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিতে চলেছে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: অক্ষত প্রকল্পের আওতায় রাজ্যজুড়ে নগরোন্নয়ন খাতে প্রায় সাড়ে ৬০০ কোটি টাকার একগুচ্ছ প্রকল্প হাতে নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। ওই প্রকল্পের আওতায় সম্প্রতি ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। যা থেকে শহরাঞ্চলের প্রতিটি পরিবারে পরিশোধিত পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা আরও বিস্তৃত করা হবে। পাশাপাশি, নিকাশি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, রাস্তা মেরামত, ড্রেন সংস্কার এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। শহরাঞ্চলে সবুজায়ন বাড়াতে নতুন পার্ক গড়ে তোলা ও পুরনো পার্কগুলির সংস্কারের কাজও শুরু হবে এই প্রকল্পের অর্থে।

রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর ইতিমধ্যেই অর্থ বরাদ্দের নির্দেশপত্র পেয়েছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই নতুন বরাদ্দের অর্থ কাজে লাগানো হবে। রাজ্য সরকারের দাবি, কেন্দ্রের অক্ষত প্রকল্পে বরাদ্দ যৎসামান্য হলেও রাজ্য নিজস্ব তহবিল থেকে অতিরিক্ত অর্থ জুগিয়ে চলেছে। সূত্রের হিসাবে, ১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যার পুরসভার জন্য কেন্দ্র দেয় মোট প্রকল্প ব্যয়ের মাত্র ২৫ শতাংশ, ১০ লক্ষের কম জনসংখ্যা হলে ৩৩ শতাংশ, আর এক লক্ষের নীচে হলে ৫০ শতাংশ অর্থ। ফলে অধিকাংশ খরচ বহন করতে হয় রাজ্যকেই।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২ শে অক্টোবর, ৪ ঠা কার্তিক। বুধবার। শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র ও বিংশোত্তোরী রাহু মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র--শং।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

(আজ শ্রী বলি দৈত্য রাজ পুজা । মহাবীর নির্বান অব্দ । সাহিত্যিক জীবনানন্দ দাশের প্রয়াণ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সিংহ লগ্নে লক্ষ্মীপুজো গায়ত্রী নিবাসে

দমদম মলরোডের গায়ত্রী নিবাসে সোমবার ছিল লক্ষ্মীর আরাধনা। গোটা রাজ্য যখন শ্যামা মায়ের আরাধনা আর দেশ জুড়ে দিপাবলীর উৎসব পালনে ব্যস্ত, তখন রাজস্থানের প্রাচীন মারওয়ার অঞ্চলের একটি ইন্দো-আর্য নৃ-ভাষাগত গোষ্ঠী, যাঁরা প্রধানত ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত, সেই মাড়োয়াড়িরা ব্যস্ত থাকেন লক্ষ্মীর আরাধনায় রাত জাগেন। কার্যত বাঙালির পয়লা বৈশাখের মতো এই দিনটা হালখাতার দিন। যা শুরু হয় ধনতেরাসের দিন থেকে। কড়িপুজোর পরদিন ছোটে দিওয়ালী। তৃতীয় দিন লক্ষ্মীর আরাধনা। সিংহ লগ্নেই পুজো হয় গায়ত্রী নিবাসে, জানালেন ওই পরিবারের গৃহকর্তা শঙ্কর আগরওয়াল এবং প্রমোদ আগরওয়াল।

নৈহাটিতে অভিষেকের আগমনের জন্য বিজেপির হোর্ডিং-ব্যানার খুলে ফেলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মঙ্গলবার নৈহাটির বড়মার কাছে পুজো দিতে আসেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নৈহাটিতে তাঁর আগমনের কারনে আগেভাগেই জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনস্থ কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে ও অন্নদা ব্যানার্জি রোডের ধারে লাগানো বিজেপির সমস্ত হোর্ডিং-ব্যানার খুলে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনা নিয়ে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, একমাস ধরে হোর্ডিং-ব্যানার ছেঁড়ার কাজ চলছিল। তাঁর অভিযোগ, সোমবার রাতে পুরসভার গাড়ি ব্যবহার করে পুরসভার কর্মচারীরা জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হোর্ডিং-ব্যানার খুলে দেয়। এক দলীয় সমর্থক প্ তিবাদ জানালে ওরা পালিয়ে যায়। প্রিয়াঙ্গুর আরও অভিযোগ, জগদ্দল কেন্দ্রের বাসিন্দাদের দীপাবলী, ছট ও জগদ্ধাত্রী পুজোর শুভেচ্ছা জানিয়ে লাগানো তাঁর সমস্ত ব্যানার খুলে সেখানে অভিষেক ব্যানার্জির ব্যানার লাগানো হয়েছে। তাঁর দাবি, ব্যানার খোলার ক্ষেত্রে কর্মচারী-সহ পুরসভার গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে। তার মানে, পুরসভা প্রকাশ্যে তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে। এই তো বাংলার অবস্থা। যদিও অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূল নেতা দেবপ্রসাদ সরকারের দাবি, বিজেপির অভিযোগ ভিত্তিহীন। ওদের দলীয় কোন্দলের জেরে হয়তো ব্যানার খোলার ঘটনা ঘটেছে। এতে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই।

-ঃ আদিবাসী জমি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি ঃ-

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত **পানিহাটি পৌরসভার অধীনে সুখচর মৌজায় আর.এস. দাগ নং ৩৭৮৫, ৩৭৮৬, ৩৭৮৩/ ৩৮০৯, ৩৭৮৪, ৩৭৮৪/৩৮১০, খতিয়ান নং এল.আর.- ২০৭৪, জে.এল. নং-৯, ওয়ার্ড নং-১৪, সম্পত্তি নং-৬১৮** অধীনে **হোল্ডিং নং.- ৩০/১/বিএল২/১০এ, বাস্তু/খাদি-২.২৯ শতক জমি/ফ্ল্যাট** বিক্রয় করিব। ইচ্ছুক আদিবাসী ক্রেতারা ক্রয়ের জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন।

এই জমির বিষয়ে কারোর কোন অভিযোগ থাকলে তপশীল জাতি ও তপশীল উপজাতি অফিস, বারাসতে সত্বর যোগাযোগ করুন।

নাম-রমাদাস মুর্মু, পিতা-হারাধন মুর্মু,
(২) অমলা মুর্মু, পিতা- বিনোদ বিহারী টুডু,
মোবাইল নং-৯৬৪৭৪১১১৬৯

PUBLIC NOTICE

It is hereby notified publicly, that my client, **SHRI JOYANTA SEN (ALIAS SHRI JAYANTA SEN)**, permanently residing at House No. 273, RATHTALA BABUGANJ, KADAMTALA (EAST), P.O. HOOGHLY, P.S. CHINSURAH, under WARD NO. 14 of HOOGHLY-CHINSURAH MUNICIPALITY, BLOCK – MOGRA-CHINSURAH, DIST: HOOGHLY, WEST BENGAL - 712103; presently residing at FLAT NO: UG0302C, 1050/1, SURVEY PARK, P.O. SANTOSHPUR, P.S. SURVEY PARK, KOLKATA – 700 075, DISTRICT – SOUTH 24 PARGANAS, had purchased a piece of Viti land (Now used as Bastu) having L.R Dag No. 3291, L.R Khatian No. 1983 & 1612, R.S. Dag No. 3291, R.S. Khatian No. 1024, Mouza– Kulihanda, J.L No – 18, Block Mogra - Chinsurah, P.S Chinsurah, Dist – Hooghly, vide deed of conveyance dated 12th June, 2007, recorded in Book No. I, CD Volume No. 3, Pages 5567 to 5588, Being No. 02116 for the year 2007, registered at A.D.S.R Chinsura, District – Hooghly, from **Sri Ranjan Kumar Nandy**, represented through his constituted attorney **Sri Sasadhar Bera**. **Sri Ranjan Kumar Nandy** appointed **Sri Sasadhar Bera** as his Attorney vide registered General power of attorney, dated 29th Septembe, 2003, recorded in Book – IV, Volume No. 3, Pages 19 to 26, Being No. 109 of 2003, registered at A.D.S.R Hooghly Sadar, based on which he executed the sale of the said land. Any objections to the aforesaid notice, has to be communicated to me within one month from the publication of this notice.

Kaunish Ghosh (Advocate)
Chamber & Residencial Address:
115/1B, Sarat Ghosh Garden
Road, Kolkata-700031
Mob:98308 37746

রেশন, ধান ক্রয় সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিতে এক জানালা ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যজুড়ে রেশন পরিষেবা ও ধান ক্রয় সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিকে আরও স্বচ্ছ, সহজ ও নাগরিক-বান্ধব করতে খাদ্য দপ্তর এক জানালা ব্যবস্থা চালু করছে। এর আওতায় কেন্দ্রীয় ভাবে একটি হেল্পডেস্ক-সহ কল সেন্টার চালু করা হবে। যার মাধ্যমে রেশন পরিষেবায় যুক্ত নাগরিক ও ধান বিক্রয়কারী কৃষকরা সরাসরি খাদ্য দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজেদের অভিযোগ ও সমস্যার কথা জানাতে পারবেন।

জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীভূত এই কল সেন্টার সপ্তাহে সাত দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত টানা ১২ ঘণ্টা কাজ করবে। বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি, তিন ভাষাতেই তথ্য ও অভিযোগ সংক্রান্ত সহায়তা পাওয়া যাবে। হেল্পলাইন নম্বরগুলি হল ১৯৬৭, ১৪৪৪৫ এবং ১৮০০৩৪৫৫৫০৫। এর পাশাপাশি

নাগরিকরা এসএমএস, হোয়াটসঅ্যাপ, ই-মেল বা অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমেও অভিযোগ জানাতে পারবেন। দপ্তর জানিয়েছে, প্রতিটি অভিযোগের জন্য পৃথক টিকিট নম্বর দেওয়া হবে, যাতে অভিযোগকারীরা সহজেই পরবর্তী আপডেট জানতে পারেন। অভিযোগের তথ্য বিশ্লেষণ করে নিয়মিত রিপোর্ট তৈরি করা হবে, যাতে বারবার পুনরাবৃত্ত সমস্যা বা প্রশাসনিক ঘাটতি চিহ্নিত করা যায়।

এই হেল্পডেস্কে আধুনিক কল ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা থাকবে, স্বয়ংক্রিয় কল বণ্টন, কল রেকর্ডিং, আইভিআর পরিষেবা, বুদ্ধিদীপ্ত রাউটিং এবং ওয়েব-ভিত্তিক অভিযোগ পোর্টালের সঙ্গে সংযুক্তি। প্রাথমিক ভাবে ১৬টি অপারেটর টার্মিনাল চালু করা হবে, পরে প্রয়োজন অনুযায়ী তা বাড়ানো হবে। অপারেটররা পালাক্রমে কাজ করবেন এবং তদারকি করবেন সুপারভাইজাররা।

খাদ্য দপ্তর সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, নাগরিকদের তথ্য সম্পূর্ণভাবে সরকারি মালিকানায় থাকবে এবং গোপনীয়তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের ই-গভর্ন্যান্স পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে, দায়বদ্ধতা বাড়বে এবং জনকল্যাণমূলক পরিষেবার প্রাপ্যতা আরও সহজতর হবে বলে প্রশাসনের আশা।

বিশিস্ট আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্যের বাড়ির কালি মাতার আরাধনায় উপস্থিত রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, অভিনেতা ও বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষ, বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষ সহ অনান্য বিশিষ্টরা ।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী অনুরাধা সিংহ রায়** স্বামী ডঃ অর্দ্ধেন্দু সিংহ রায় পিতা ৺জলধর সিংহ রায় সাকিম – ৭/১/এ, ডঃ এ.এন. পাল লেন, বালী, হাওড়া-৭১১২০১, মহাশয়া বিগত ইংরাজী ৩১/০১/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে I-00906/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে এবং **শ্রীমতী সতী সিংহ রায়** স্বামী ৺জলধর সিংহ রায়, পিতা ৺জানকী নাথ সিংহ রায়, সাকিম মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়া বিগত ইংরাজী ০৮/০২/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে I-01309/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, একুনে দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাদেরকে **(১)শ্রীমতী অঞ্জনা সিনহা** স্বামী- রমেন্দ্র নারায়ন সিংহ সাকিম- ৩৪/বি/১, জাস্টিস এম এন বোস লেন, কোন্নগড়, উত্তরপাড়া, হুগলী-৭১২২৩৫, **২)শ্রীমতী মালবিকা সিংহ রায়** স্বামী- শ্রী স্বপন সিংহ রায় সাকিম দ্বারপাড়া, পাঁচপাড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫০১)-ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমরা উক্ত সম্পত্তির অপর শরিকদ্বয় যথা **১)শ্রীমতী চৈতালি সিংহ রায়** স্বামী শ্রী অভিজিৎ সিংহ রায় সাকিম জাঙ্গিপাড়া, বিষ্ণুপুর, হুগলী-৭১২৪০৪ ও **২)শ্রীমতী স্মৃতিকনা রায়** স্বামী শ্রী মানস কুমার রায় সাকিম বি.বি.-১০/১০/ রবীন্দ্রপল্লী, রাজারহাট, গোপালপুর, উঃ ২৪ পরগনা-৭০০০৫৯ মহাশয়াদ্বয়ের সহিত যৌথ ভাবে বিগত ইং ০৫/০৩/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2577/2024 নং দলিল মূলে উত্তর নওদাপাড়া রোড, আড়িয়াদহ, কলকাতা-৭০০০৫৭ অবস্থিত **ভরসা বানিজ্য প্রাঃ লিঃ পক্ষে ডাইরেক্টর শ্রী সুদীপ মল্লিক** পিতা ৺বিশ্বনাথ মল্লিক, সাকিম হাদিপুর, ছুপরিঝাড়া, দেগঙ্গা, উঃ ২৪পরগণা, কলকাতা-৭৪৩৪৩৪ মহাশয়কে সম্পত্তি বিক্রয় করি। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা হাসনান, জে.এল

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২২ অক্টোবর ২০২৫, ৪ কার্তিক ১৪৩১ বুধবার

বাড়ির কালীপুজোয় সৌভ্রাতৃত্ব ও মানবতার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজের জীবনের ৪৮তম ঘরোয়া কালীপুজোয় এ বছরও ভক্তি ও বিশ্বাসের বার্তা ছড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সকাল থেকেই কালীঘাটের টালির বাড়িতে ছিল ব্যস্ততার আবহ, পুজোর আয়োজন, অতিথি বরণ, প্রসাদের প্রস্তুতি, সবকিছুই নিজের হাতে সামলালেন মুখ্যমন্ত্রী। উপবাস থেকে তিনি নিজেই মায়ের জন্য ভোগ রান্না করেন, এরপর গভীর রাতে পুজো শেষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানান ফেসবুক পোস্টে।

নিজের বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন।' সঙ্গে জানান, 'এই বছর আমার বাড়ির কালীপুজো ৪৮ বছরে পড়ল। জীবনের আনন্দ-বেদনা, সাফল্য-ব্যর্থতার প্রতিটি মুহূর্তে আমি আশ্রয় নিয়েছি মা ভবতারিণীর পায়ের তলায়।' এছাড়া আরও লেখেন, 'যে মা আমাদের সাহস, শক্তি ও মমতার প্রতীক, তাঁর আশীর্বাদেই অন্ধকার দূর হবে। শুভ দীপাবলির এই সময়ে বাংলার ঘরে ঘরে মায়ের স্নেহ ও আলোর ছোঁয়া পৌঁছে যাক, এই আমার প্রার্থনা। মা যেন সকলকে সুস্বাস্থ্য, শান্তি ও ঐক্যের আশীর্বাদ দেন। দীপের আলোয় জেগে উঠুক ভালোবাসা, মিলন ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন।'

কালীঘাটের পুজোয় এ বছরও উপস্থিত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। কালো পাঞ্জাবি-পাজামা পরা অভিষেককে যজ্ঞে অংশ নিতে দেখা যায়। পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরাও অংশ নেন পুজোয়। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যাঁরা প্রতি বছর মায়ের আরাধনায় আমার সঙ্গে যুক্ত হন, তাঁরা শুধু সহকর্মী নন, আমার পরিবারেরই অংশ।' সন্ধ্যায় পুজো শেষের পর অতিথি ও কর্মীদের হাতে প্রসাদ তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। দিনভর নানা দায়িত্ব সামলেও তাঁর মুখে ছিল আত্মতৃপ্তির হাসি।

শেষে রাজ্যবাসীকে উদ্দেশ করে মমতা লেখেন, সবাইকে জানাই কালীপুজো ও শুভ দীপাবলির আন্তরিক শুভেচ্ছা। মায়ের করুণায় আলোকিত হোক আমাদের সকলের জীবন।'

জনগণনা আটকে রেখে ভোট-রাজনীতি করছে তৃণমূল, অভিযোগ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৭ সালের নাগরিক জনগণনা শুরু হওয়ার কথা। দেশের প্রায় সব রাজ্যই কেন্দ্রের নির্দেশিকা মেনে প্রশাসনিক সীমানা চূড়ান্ত করে জনগণনা কার্যক্রম শুরু করেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এখনও বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি, এই বিলম্ব নিয়েই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই রাজ্যগুলিকে প্রশাসনিক সীমানা নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছিল। ২০২৫ সালের ১৬ জুন গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পরও তৃণমূল সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করছে। এতে সাধারণ মানুষের স্বার্থ উপেক্ষিত হচ্ছে। বিজেপি রাজ্য সভাপতির বক্তব্য, এবারের জনগণনায় জাতভিত্তিক গণনাও অন্তর্ভুক্ত হবে, যা দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধু সংখ্যা নয়, বরং নাগরিক সুবিধা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উন্নয়ন ও ভোটার তালিকার মূল ভিত্তি। কিন্তু রাজ্য সরকার

ভোটরাজনীতির স্বার্থে এই গণনাকে আটকে রেখে গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করছে, বলেন শমীক।

তিনি আরও বলেন, 'তৃণমূল সরকার জনগণের নয়, নিজের দলের সুবিধা দেখেই কাজ করছে। জনগণনার মতো স্বচ্ছ ও সংবিধানসম্মত প্রক্রিয়াতেও তারা গড়িমসি করছে, যাতে প্রশাসনিক তথ্যকে নিজেদের সুবিধামতো ব্যবহার করা যায়।' শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, জনগণনা বিলম্বিত হলে নাগরিকদের অধিকার, সরকারি পরিষেবা ও উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। তাঁর আর্জি, রাজ্য সরকার যেন অবিলম্বে জনগণনার বিজ্ঞপ্তি জারি করে, যাতে এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও সময়মতো সম্পন্ন হয়।

'বিভাজন নয়, ঐক্যের ডাক, সংবিধানের শক্তিতে দেশ এগোবে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশে বিভাজনের রাজনীতি নয়, ঐক্য ও উন্নয়নের বার্তা দিচ্ছে এসআইআর। সংগঠনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এসআইআর বিশ্বাস করে প্রশাসনে স্বচ্ছতা, উন্নয়নে গতি এবং জনগণের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়াতেই ভারতের ভবিষ্যৎ নিরাপদ। তাই যারা এসআইআরের বিরোধিতা করছেন, তারা আসলে দেশের অগ্রগতির বিরোধিতা করছেন বলেই মন্তব্য করা হয়েছে।

শমীক ভট্টাচার্য বলেন, সংবিধানই দেশের মেরুদণ্ড। সেই সংবিধানের শক্তিতেই ভারত আরও শক্তিশালী হবে। তাঁর কথায়, দেশের রাজনৈতিক স্বার্থে কৃত্রিম বিভাজন সৃষ্টি করা কোনও দল বা সংগঠনেরই কাজ নয়। বরং সংবিধানের পথেই এগোতে হবে, যাতে প্রত্যেক নাগরিক ন্যায্য সুযোগ পান, আর প্রশাসন জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করে।

তিনি আরও বলেন, 'এসআইআর দেশের ভেতরে বিভাজন নয়, ঐক্যের বার্তা দেয়। আমরা চাই উন্নয়ন হোক সবার, আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ফিরে যাক সাধারণ মানুষের হাতে।' শমীকের মতে, এভাবেই ভারত সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করে এক নতুন অধ্যায়ে পা রাখতে পারবে।

বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের নয়া মানদণ্ড, হাওড়ার পুরনো ঘাঁটিতেও রদবদলের ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীপুজো শেষ হতেই রাজ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতিতে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস। সংগঠনের তলায় থেকে শীর্ষ পর্যন্ত বড়সড় রদবদল ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গত বছরের বার্তা, যেখানে জেতা, সেখানে সম্মান, আর যেখানে হার, সেখানে পরিবর্তন।'

দলের অভ্যন্তরীণ সূত্র জানাচ্ছে, গত জুলাইয়ের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যজুড়ে ব্লক সভাপতি বদলের ঢেউয়ে সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়েছে হাওড়ায়। বিশেষ করে বাগনান, উলুবেড়িয়া ও ডোমজুরের মতো এলাকায় যেখানে লোকসভা ভোটে তৃণমূল পিছিয়েছিল, সেখানে নেতৃত্বের নতুন মুখ এনেছে দল। অভিষেক ঘনিষ্ঠদের মতে, সংগঠন চাঙ্গা করে পুরনো ঘাঁটিতে ভোট ফেরানোই এখন লক্ষ্য। তৃণমূলের ভেতরে এই রদবদলকে ঘিরে জল্পনা বেড়েছে, এই 'জয়-পরাজয় সূচক' কি এবার বিধানসভায় প্রার্থী বাছাইয়েও কাজে লাগবে? কারণ, ২০২১ সালে হাওড়ার কয়েকটি আসনে তৃণমূল জিতলেও ২০২৪-এ ভোটে সেখানে ভোটের ব্যবধান কমেছে। ফলে আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী নির্বাচনের সময় সেই ফলাফলের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের।

দলের একাংশের মত, কেবল জেতা-হারা নয়, হাওড়ার মতো শিল্পাঞ্চলে স্থানীয় সমস্যা, দলের জনসংযোগ, বিধায়কদের কাজের ধরন এবং আসনভিত্তিক প্রতিক্রিয়াও টিকিট-নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এক মন্ত্রীর কথায়, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে, তবে অভিষেকের নীতি অনুযায়ী পরিবর্তনের প্রবণতা যে হাওড়ার নেতৃত্বেও স্পষ্ট হচ্ছে, তা অস্বীকারের সুযোগ নেই। ফলে তৃণমূলের পুরনো দুর্গ হাওড়ায় নতুন মুখ এবং নতুন কৌশলের ইঙ্গিত মিলছে আগাম নির্বাচনের আগে।

কালীপুজোর রাতে কৌতূহল বাড়াল অচেনা 'যাত্রী', মেট্রো ট্রেনে পথকুকুর দেখে চমক যাত্রীদের: কালীপুজোর রাতে ব্যস্ত কলকাতা মেট্রোর এক দৃশ্য এখন সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। গিরিশ পার্ক থেকে শহিদ ক্ষুদিরামগামী এক মেট্রো ট্রেনে উঠে পড়ে একটি পথকুকুর। নিঃশব্দে ট্রেনের ভিতরে বসে পড়া সেই সারমেয় মুহূর্তেই যাত্রীদের অবাক করে দেয়।

মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যায়। কামরার মেঝেতে শান্ত ভাবে বসে থাকা কুকুরটিকে দেখে সহযাত্রীরা প্রথমে চমকে গেলেও পরে অনেকেই মোবাইল ফোনে মুহূর্তটি বন্দি করেন। কেউ কেউ আবার স্নেহভরে আদরও করেন তাকে। সারমেয়টি যাত্রীদের কোনও অসুবিধা না-করেই পুরো যাত্রাপথে নিশ্চুপ ছিল বলে জানা গিয়েছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের এক সিনিয়র আধিকারিক জানান, 'আমাদের কোনও যাত্রীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়নি। ঘটনাটি নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।' মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশনের স্টেশন মাস্টার প্রথমে ট্রেনের সিসিটিভি ফুটেজে কুকুরটিকে শনাক্ত করেন এবং কন্ট্রোল রুমে খবর পাঠান।

হুগলি নদীতে কালীমূর্তি বিসর্জনের ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

খাবার নিয়ে গুরুতর অভিযোগ ফুড ডেলিভারি সংস্থার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাবার নিয়ে গুরুতর অভিযোগ উঠল এক ফুড ডেলিভারি সংস্থার বিরুদ্ধে। সূত্রে খবর, কলকাতার* সুমিত অগরওয়াল নামক এক ব্যক্তি দীপাবলিতে তিনি এক ফুড ডেলিভারি সংস্থাকে নিরামিষ খাবার অর্ডার করেন। এরপর সেই খাবার ডেলিভারি করার পর দেখা যায়, তাঁর অর্ডার করা খাবারের নামগন্ধ সেখানে নেই। বরং প্যাকেটে দেওয়া হয়েছে চিকেন তন্দুরি। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, এমন ঘটনার ফলে তিনি এবং*পরিবারের সকলে 'ইমোশনাল ট্রমায়' চলে গিয়েছেন বলেও।

এই প্রসঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টও করতে দেখা যায় সুমিত আগরওয়ালকে। যেখানেতিনি জানিয়েছেন, একটি বিখ্যাত ধাবা থেকে ওই ফুড ডেলিভারি সংস্থা মারফত মটর মাশরুম অর্ডার করেছিলেন। যদিও যখন ডেলিভারি পান, তখন খুলে দেখেন তাতে রয়েছে তন্দুরি চিকেন ক্লাসিক।

এই প্রসঙ্গে তিনি পোস্টে যা লেখেন তার সারমর্ম, 'জানি না কী ভুল হয়েছে। দিওয়ালির জন্য একটি সাধারণ নিরামিষ খাবার মটর মাশরুম অর্ডার করেছি। কিন্তু যা দেওয়া হয়েছিল তা ছিল তন্দুরি চিকেন ক্লাসিক।' এরই রেশ ধরে তিনি এও লেখেন, 'একটি মাড়োয়ারি পরিবারের কাছে দীপাবলিতে, এটি কেবল একটি ডেলিভারি সংক্রান্ত ভুল নয়। এটি একটি মানসিক আঘাত।'

পাশাপাশি এই প্রসঙ্গে তিনি এও জানান, 'আমাদের অনেকের জন্য, খাবার কেবল খাবার নয়। এটি বিশ্বাস, বিশুদ্ধতা এবং ঐতিহ্যের প্রকাশ। এভাবেই আমরা আমাদের বিশ্বাসকে সম্মান করি।' তিনি আরও বলেন, 'আমি জানি ভুল হতে পারে। তবে কিছু ভুল খুব বেশি আঘাত করে। কারণ, এই ধরনের ভুল মানসিক ও সাংস্কৃতিক গণ্ডি পেরিয়ে যায়।' এর পাশাপাশি তিনি এও চান, যাতে আর কোনও মানুষ এই ধরনের সমস্যার মুখোমুখি না হয়। কাউকে যেন এই দিন না দেখতে হয়।

ছটপুজোয় বাড়তি ভিড় সামলাতে পূর্ব রেলের বিশেষ ট্রেন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছট উৎসবের সময়ে যাত্রীদের আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করতে একাধিক বিশেষ ট্রেন ও অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করল পূর্ব রেল। দীপাবলি ও ছটের সময় বাড়তি যাত্রীচাপ মোকাবিলায় এবার ১৩০০-রও বেশি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিকের তরফে জানানো হয়েছে।

পূর্ব রেলের ৩৩২টি 'পূজা স্পেশাল' ট্রেন ইতিমধ্যেই চালানো হচ্ছে হাওড়া, শিয়ালদহ, কলকাতা, আসানসোল, মালদা ও ভাগলপুর-সহ বিভিন্ন স্টেশন থেকে দেশের নানা প্রান্তে। এর পাশাপাশি অন্যান্য জোনাল রেলওয়ের ৬৬২টি বিশেষ ট্রেন পূর্ব রেল এলাকার মধ্য দিয়ে চলবে বা এখান থেকেই যাত্রা শুরু ও শেষ করবে। আরও ৩২০টি বিশেষ ট্রেন পূর্ব রেলের সীমার মধ্যে দিয়ে চলাচল করবে, যাতে পথে পথে থাকা যাত্রীরাও সুবিধা পান।

২১ থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত ছট উৎসব উপলক্ষে আরও ১৭৬টি বিশেষ ট্রেন চালানো হবে। এর মধ্যে ১০৮টি চলবে রাকসৌল, মধুবনি, জয়নগর, বরৌনি, পাটনা, বক্সার, সাহারসা, পূর্ণিয়া, গোরখপুর, মৌ, বরহনি ও বারাণসী অভিমুখে। বাকি ৬৮টি চলবে দিল্লি, আনন্দ বিহার টার্মিনাল, নতুন দিল্লি, ঋষিকেশ, লালকুয়া, কানপুর, লখনউ, খাটিপুরা, বরোদা, উদনা ও গান্ধিধাম অভিমুখে।

এছাড়া একাধিক অনির্ধারিত (অসংরক্ষিত) বিশেষ ট্রেন চালু হচ্ছে হাওড়া, রকসৌল, হাওড়া বিশেষ। ২৩ ও ২৪ অক্টোবর, কলকাতা, মধুবনি, কলকাতা বিশেষ, ২৫ ও ২৬ অক্টোবর। কলকাতা, গোরক্ষপুর, কলকাতা বিশেষ, ২৪ ও ২৫ অক্টোবর। আসানসোল, গোরক্ষপুর, আসানসোল বিশেষ, ২২ থেকে ২৫ অক্টোবর। বর্ধমান, ফতুহা মেমু এক্সপ্রেস স্পেশাল, ২১ থেকে ২৫ অক্টোবর। এছাড়াও ভাগলপুর ও সাহেবগঞ্জের মধ্যে অতিরিক্ত মেমু ও ডেমু পরিষেবা ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। বাড়তি ভিড় সামলাতে বিভিন্ন স্টেশনে 'হোল্ডিং এরিয়া' তৈরি করা হয়েছে। হাওড়ায় ৫৫৮ বর্গমিটার, শিয়ালদহে ২০০ বর্গমিটার, আসানসোলে ২১০ বর্গমিটার, জসিদিহে দু'টি মিলিয়ে ৫৯৫ বর্গমিটার এবং ভাগলপুরে দুটি মিলিয়ে ৫০৮.৮ বর্গমিটার। রেল সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ও স্টেশন কর্মীরা সব স্টেশনে যাত্রীদের ওঠানামার সময় ভিড় নিয়ন্ত্রণে রাখছেন।

পূর্ব রেল জানিয়েছে, তাদের এই উদ্যোগে যাত্রীরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। রেল কর্তৃপক্ষের অনুরোধ, যাত্রীরা যেন শৃঙ্খলা বজায় রেখে লাইনে দাঁড়িয়ে ওঠানামা করেন, ট্রেনে বিপজ্জনক বা নিষিদ্ধ দ্রব্য না আনেন এবং বৈধ টিকিট নিয়েই যাত্রা করেন। পূর্ব রেলের দাবি, এই সমস্ত উদ্যোগের ফলে দীপাবলি ও ছট উৎসবের সময়ে যাত্রীরা আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বস্তিদায়ক ও নিরাপদ যাত্রা উপভোগ করতে পারবেন।

আতঙ্কে কলেজ বদল আইন কলেজের নির্যাতিতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইনজীবী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে দক্ষিণ কলকাতার কসবা এলাকার একটি সরকারি আইন কলেজে ভর্তি হলেও সেই কলেজেই এক সন্ধ্যায় ভয়ঙ্কর নির্যাতনের শিকার হতে হয় এক তরুণীকে। ঘটনার স্মৃতি তাঁর কাছে দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে ওঠায় ওই কলেজে আর না-যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ওই নির্যাতিতা।তবে কসবার ওই আইন কলেজে না-পড়ার সিদ্ধান্ত নিলেও, পড়াশোনা থেকে দূরে সরছেন না নির্যাতিতা ছাত্রী। তাঁর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে ভর্তি হয়েছেন কলকাতা শহরের অন্য একটি কলেজে। গত বুধবারই ভর্তির সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে বলে সূত্রে খবর। আর কালীপুজোর পর শুরু হবে তাঁর দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস।

এই প্রসঙ্গে নির্যাতিতার বাবা জানন, 'মেয়ে সরকারি কলেজে আইন নিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই কলেজে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আগের কলেজে গেলে মেয়ে মানসিকভাবে অপ্রস্তুত হয়ে যেত। তাই অন্য পরিবেশে নতুন করে শুরু করাই ছিল একমাত্র উপায়। মেয়ের মানসিক স্বাস্থ্যের কথা ভেবে ও পড়াশোনায় মনোযোগ ফিরিয়ে আনতেই আমরা বেসরকারি কলেজে ভর্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' সূত্রে এ খবরও মিলেছে যে, সরকারি কলেজ থেকে বেসরকারি কলেজে চলে যাওয়ার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি নিতে হয়েছে ওই ছাত্রীকে।

উলুবেড়িয়া মেডিক্যালে চিকিৎসককে হুমকি, প্রশাসনকে আক্রমণ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: উলুবেড়িয়ার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সরকারি মেডিক্যাল কলেজে এক মহিলা চিকিৎসককে এক হোমগার্ডের দ্বারা হেনস্তা ও ধর্ষণের হুমকির ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেছেন, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রীর বড় বড় দাবিগুলি সম্পূর্ণ ভাবে ফাঁস হয়ে গিয়েছে। উলুবেড়িয়ার এই ঘটনা সেই ব্যর্থ প্রশাসনেরই সর্বশেষ প্রমাণ।

সুকান্ত মজুমদার অভিযোগ করেছেন, উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজে এক মহিলা চিকিৎসককে হাসপাতালের মধ্যেই এক হোমগার্ড যৌন হেনস্তা করে এবং তাঁকে ধর্ষণের হুমকি দেয়। ওই চিকিৎসক জানিয়েছেন, ঘটনার সময় হাসপাতালে কোনও নিরাপত্তারক্ষী উপস্থিত ছিলেন না। এখন তিনি মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন ও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন।

তিনি তীব্র ভাষায় বলেন, যতই ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায় এড়াতে চেষ্টা করুন না কেন, তিনিই এবং তাঁর অদক্ষ, প্রকাশ্যে ধরা পড়া পুলিশ প্রশাসনই এই ঘটনার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী। তাঁর শাসনকালে বাংলায় নারীরা ভয়াবহ ভাবে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছেন। সুকান্তের কটাক্ষ, প্রতিটি এই ধরনের ঘটনা প্রমাণ করে দিচ্ছে, তৃণমূল সরকারের পাপ এখন সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যতই বড় বড় কথা বলুন না কেন, রাজ্যের বাস্তব চিত্র আজ নারীদের রক্তচক্ষু দেখাচ্ছে।

তিনি দাবি করেছেন, রাজ্যে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে ভয় ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের প্রয়োজন, যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

নৈহাটির বড়মার মন্দিরে পুজো দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাইফোঁটা পর্যন্ত ঝলমলে আকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ আন্দামান সাগর এবং দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্ত মঙ্গলবার শক্তিশালী নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। এরপর তা এগোবে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে। বৃহস্পতিবার-শুক্রবার নাগাদ এই নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের মধ্যভাগ এবং পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায়। এটির অভিমুখ অন্ধ্রপ্রদেশ হলেও বাংলায় প্রভাব ফেলতে পারে এই নিম্নচাপ এমনটাই আশঙ্কা আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। এরপর এটি শেষ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ে শক্তি বাড়ায় কি না সেদিকেই নজর রয়েছে আবহাওয়াবিদদের।

তবে স্বস্তির খবর একটাই, ভাইফোঁটা পর্যন্ত ঝলমলে থাকবে আকাশ। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই রাজ্যে। সকালে সামান্য কুয়াশা আর ধোঁয়াশা হতে পারে দু-এক জায়গায়। মূলত পার্বত্য এবং উপকূল সংলগ্ন জেলাতে এই সম্ভাবনা বেশি। বাকি সব জেলাতেই রোদ ঝলমলে আকাশ থাকবে। এরপর উইকেন্ডে হাওয়া বদল হবে। বাংলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। যা নজরে আসতে পারে শুক্রবার ২৪ অক্টোবর থেকে। উপকূলের জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে শুক্রবার। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ২৫ অক্টোবর, শনিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা। শনিবার ও রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে সব জেলাতেই। থাকবে বজ্রপাতের আশঙ্কাও। দখিনা বাতাস ও পশ্চিমী হাওয়ার সংস্পর্শে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তরবঙ্গেও উইকন্ডে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শনি ও রবিবার বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই। মূলত মেঘলা আকাশ এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সঙ্গে বজ্রপাতের আশঙ্কা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলাতে। তার আগে শুক্রবার থেকেই হাওয়া বদল হবে। শুক্রবারেও বৃষ্টির পূর্বাভাস শুধুমাত্র পার্বত্য দুই জেলাতে। দার্জিলিং ও কালিম্পয়ের পার্বত্য এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তার আগে দীপাবলি ও ভাইফোঁটাতে রোদ ঝলমলে আকাশ এবং বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

কলকাতায় উইকেন্ডে ফের আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে শহরে। মেঘলা হবে আকাশ। শহরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা শনিবার ও রবিবার। জলীয় বাষ্প এবং দখিনা বাতাসে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের সামান্য উপরে থাকবে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা আগামী ৪-৫ দিন স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে। বুধবার পর্যন্ত ঝলমলে থাকবে আকাশ, বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। দখিনা বাতাসের দাপট থাকবে। তবে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় গরম অনুভূত হবে।

কলকাতায় মঙ্গলবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। সোমবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪৬ থেকে ৯২ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৬ ডিগ্রি থেকে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

সম্পাদকীয়

অসাধ্য সাধন করতে চলেছে কেরল, অন্যরা কেন পারে না?

চরম দারিদ্রসীমার নীচে এক জনও নেই এই রাজ্যে। দেশ স্বাধীন হওয়ার ৭৮ বছরের মাথায় এসে এমন অবস্থা হতে চলেছে দক্ষিণের রাজ্য কেরালায়। ভারতের প্রথম রাজ্য হিসেবে এই অসাধ্য সাধন করতে চলেছে বামশাসিত কেরালা। এই নভেম্বরেই এ সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে, জানিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রথমে শিক্ষার হার, আর এবার দারিদ্র দূরীকরণেও বাকিদের টেক্কা দিল কেরালা। এখন প্রশ্ন কোন যাদুমন্ত্রে কেরালা এসব করে ফেলছে? বাকিরাই বা কী করছে, বোঝা মুশকিল। তাই কেরালায় কীভাবে বিষয়টি হচ্ছে তা একটু খতিয়ে দেখা যাক। রাজ্যকে দারিদ্রমুক্ত করতে কেরল সরকার 'এক্সট্রিম পভার্টি ইরাডিকেশন প্রজেক্ট' চালু করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দুঃস্থ পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে তাঁদের প্রয়োজনের সব ব্যবস্থা করাই ছিল তাঁদের মূল লক্ষ্য। দুঃস্থ পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করতে তৃণমূল স্তর থেকে সমীক্ষা শুরু করে রাজ্য সরকার। ইপিইপি প্রকল্পের মূল লক্ষ্য, রাজ্যে কেউ যেন চরম দারিদ্রসীমার নীচে না থাকে। স্থানীয় প্রশাসনকে ওই দুঃস্থ পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। দারিদ্রসীমার নীচে থাকা এমন ৬৪ হাজার পরিবারকে ইপিইপি-র মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়। তারপর সেই পরিবারগুলির খাদ্য, স্বাস্থ্য, বাসস্থান এবং জীবন নির্বাহের সংস্থান করে রাজ্য সরকার। লেফ্ট ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রথম এই লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়। তখন স্থির হয় পাঁচ বছরের মধ্যে কেরলাকে চরম দারিদ্রসীমামুক্ত হিসাবে ঘোষণা করা হবে। ছোট ছোট প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবারগুলির সমস্ত রকম চাহিদার উপর জোর দেওয়া হয়। তৃণমূল স্তরে সমীক্ষা চালানোর সময় জানা যায়, ৩৫ শতাংশ পরিবারের কোনও উপার্জন নেই। ২৪ শতাংশ পরিবারের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। ২১ শতাংশ পরিবারের দু'বেলা ঠিকমতো খাবার জোটে না। ১৫ শতাংশের বাসস্থান নেই। এই সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করার পরই দারিদ্রমুক্ত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয় বলে জানিয়েছে প্রশাসন। দেশে বড় রাজ্যগুলির মধ্যে শিক্ষার হারে এখনও শীর্ষেস্থানে আছে কেরালা। এবার আরও একটি মুকুট তাঁদের মাথায় উঠতে চলেছে।

শব্দবাণ-৪২০

■	■	১			২	■
৩			■	■		■
	■		■	৪		৫
	■	■	■	■	■	
৬	৭		■	৮	■	
■		■	■	৯		
■	১০				■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. অন্যায় বা গর্হিত আচরণ ৩. মহিমা, গরিমা ৪. দশা ৬. রাজসভার ঘোষক ৯. খুব ভালো, উৎকৃষ্ট ১০. জবাবশূন্য।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. আয়োজন, প্রস্তুতি ২. আমগাছ ৩. আট বছর বয়সি কন্যাকে বিবাহে সম্প্রদান ৫. নাছোড়বান্দা ৭. বৃক্ষ ৮. প্রচারিত, সুবিদিত।

সমাধান: শব্দবাণ-৪১৯

পাশাপাশি: ২. গণদেবতা ৫. রঙ্গ ৬. নষ্ট ৭. পাকা ৮. চাচা ১০. রীতিসম্মত।

উপর-নীচ: ১. জৈব ২. গগনচারী ৩. দেনা ৪. তারকায়িত ৯. দাস ১১. তিথি।

জন্মদিন

আজকের দিন

অমিত শাহ

১৯৩৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা কাদের খানের জন্মদিন।*
১৯৬৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অমিত শাহের জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়ার জন্মদিন।*

অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে কালীর সংহারমূর্তি আজও সমানভাবে সর্বত্র সমাদর লাভ করে

স্বপনকুমার মণ্ডল

ঈশ্বরের চেতনা কতভাবেই না ব্যাপ্ত,তার ইয়ত্তা নেই। কল্পনার রঙে রাঙা হয়ে তার মূর্তি থেকে প্রতিমায় প্রকাশ মনের আকাশেই বিচিত্র রূপ লাভ করে। সর্বত্র ঐশ্বরিক মহিমার বিস্তার । ছকবন্দি দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনে ভক্তি আর মুক্তির আড়ম্বর বিস্তার লাভ করে । সেখানে প্রয়োজনের চেয়ে আয়োজনের অভ্যাসে পূজা উৎসবে মিলিয়ে যায়, সাধনের চেয়ে প্রসাধন বড় হয়ে ওঠে। ত্রাতা থেকে বিধাতার ঐশ্বরিক চেতনায় দেবদেবীর বহুরূপী আবির্ভাবও বিস্ময়কর । কত তার রূপ,কত ভাবেই তার প্রকাশ ! ধর্মপ্রাণ বাঙালিমানসেও মাতৃতান্ত্রিক চেতনায় তার পূজার্চনাও প্রতীয়মান । সেখানে মা কালীর ব্যতিক্রমী বিস্তারেই দেবীর আভিজাত্য ও সর্বজনীন আবেদনকে মূর্ত করে তোলে । অন্য সব দেবীর মধ্যে যে মাতৃরূপা প্রকৃতি বর্তমান,মা কালী তার সঙ্গে বেমানান। তাঁর মধ্যে ভয়াল ভয়ঙ্কর সংহারমূর্তি যেভাবে বিচিত্র রূপে মনে বীভৎস আকার ধারণ করে,তার প্রতি ভয়ে ভক্তি জেগে উঠলেও আরাধনা করার আবেগ অন্তর্হিত হয়,দৃষ্টি ফেরানোতেই মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। অথচ মা কালীর পূজার অভাব নেই, ভক্তির পরাকাষ্ঠায় 'জয় মা কালী'। গৃহস্থের বাড়ি থেকে শ্মশানে সর্বত্র তাঁর নিরবচ্ছিন্ন পূজার্চনা চলে । যত্রতত্র তাঁর মন্দির গড়ে ওঠে ।

দুর্ঘটনায় মুক্তি কামনা থেকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর মনস্কামনা সব ক্ষেত্রেই মা কালীর ভয়ঙ্করী মূর্তিই নৈবেদ্যে আরাধ্য দেবী রূপে পূজিত হয় । তাঁর কত বিকট,উৎকট নাম। সেই নামের বহুরূপী ও বহুমুখী বিস্তারেই দেবীর সর্বজনীন আবেদন প্রকট মনে হয় । অথচ তাঁর দেবী দুর্গার মত দুর্গতিনাশিনী সর্বজয়া ভগবতীর অভয়া রূপ নেই, পারিবারিক সম্পর্কও মূর্ত হয়ে ওঠে না। সেখানে নৃমুণ্ডমালিনী মা কালীর নিরাবরণ শ্রীহীন রূপের দন্তবিদ্ধ নির্গত জিহ্বায় সলজ্জ বিকট মূর্তিই সর্বজনীন হয়ে উঠেছে, ভাবা যায় । গৃহস্থ পূজা করে,চোর-ডাকাতও করে। আবার থানার পুলিশও মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়। এরকম একই সঙ্গে সবার কাছে মা কালীর আশ্রয়,প্রশ্রয় এবং ত্রাতা থেকে বিধাতা হয়ে ওঠাই শুধু নয়,বিশ্বাসের বরাভয় হয়ে ওঠার মধ্যেই দেবীর শক্তিদায়িনী প্রতিমা মনের জোর বাড়িয়ে চলে। সারদামণির কথায় তিনি সতেরও মা,অসতেরও মা । সেখানে সমাজের সর্বস্তরে মা কালীর আরাধনার মধ্যেই দেবীর প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসার অমোঘ প্রকাশ অন্যত্র লক্ষ করা যায় না ।

শক্তিসাধনা বা তান্ত্রিকতা সমাজমানসে বিস্তার লাভ না করলেও মা কালীর রক্ষাকর্ত্রী মাতৃরূপা প্রকৃতি বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠায় অন্ধকার থেকে আলোকদিশারি হয়ে উঠেছে । সেখানে যেকোনো প্রকার অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য মায়ের সংহার মূর্তি ভক্তমানসে জেগে ওঠে । দীনহীন অসহায় মানুষের মুখে 'জয় মা কালী','জয় মা তারা'র আলো ছড়িয়ে পড়ে । শুধু তাই নয়, বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও 'মা কালীর দিব্যি' কেটে কথা বলার মধ্যে ছোট বেলাতেও দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি অনুভব করা যায় । সেক্ষেত্রে দুর্যোগতাড়িত জীবনে দেবীর বীভৎস ভয়ঙ্করী রূপের মধ্যেই অসহায় মানুষের মুক্তির স্বপ্ন জেগে ওঠে, মাঙ্গলিক চেতনায় আলোর পরশ ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে সবার অবারিত দ্বার, বিনা অনুমতিতে অনুপ্রবেশ । সমাজের চোখে অপরাধীদের কাছেও দেবী বন্দিত। সমাজের অন্ত্যজ মানুষের একান্ত আপন মা কালী। চুরি করা থেকে জুয়া খেলায় সর্বত্র দেবীর কল্যাণকামী চেতনার বিস্তার । শুধু তাই নয়, মা কালীর মধ্যে আকাঁড়া মানুষের বর্ণহীন জীবনের সঙ্গে মা কালীর হতশ্রী বিরূপ প্রকৃতি যেন একাত্ম হয়ে ওঠে । সেখানে সংগ্রামমুখর সংহারমূর্তি দীনহীন মানুষের মনে জীবনযুদ্ধে মানসিক শক্তির আধার মনে হয়,উত্তরণের হাতছানিতে প্রত্যাশা জাগায় । দুর্যোগের ঘনঘটায় জীবনে যখন অমাবস্যা নেমে আসে, তখন মা কালীর মধ্যেই পূর্ণিমার চাঁদ জেগে ওঠে । কালোর আলো আসলে চেতনার আলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত আলোর কথা বলেছেন । তিনিও কালোতে কৃষ্ণকলিকে খুঁজে পেয়েছেন। বর্ণহীন কালোতে শুধু কৃষ্ণকলি নয়,মা কালীও বর্ণরঙিন । সেই কালী কালজয়ী আলো,চেতনার রঙে রঙিন । তার মধ্যে থাকে আলোর পরশ,বরাভয় হাতছানি । রামকৃষ্ণ পরমহংসের 'তোর চৈতন্য হোক' আশীর্বাণীতে সেই আলোর পরশ। সেই আলোতেই তমসাচ্ছন্ন মনে অমাবস্যা কেটে যায়, চৈতন্যলোকে ঝাড়বাতির রোশনাই ছড়িয়ে পড়ে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতার আদিগঙ্গার তীরে মা করুণাময়ী কালী মন্দির

নির্মল বিশ্বাস

আজ থেকে অনেক বছর আগের কথা। সময়টা তখন ৭৫০ সাল। গৌড়ের রাজা তখন আদিশূর বা জয়ন্ত। তিনি যজ্ঞ সু-সম্পন্ন করার জন্য কান্যকুব্জ বা কনৌজ থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিয়ে আসেন। এই পাঁচজনের মধ্যে অন্যতম হলেন মহর্ষি সাবর্ণের গোত্রভুক্ত পণ্ডিত বেদগর্ভ। মহারাজ আদিশূর বেদগর্ভকে ব্রহ্মশাসন দান করে মালদহ জেলার বটগ্রাম-এ (লাটরি) নিষ্কর জমি দান করেন। ৭৬৯ সালে গৌড়ের রাজা ধর্ম পালের দখলে এলে বেদগর্ভ চলে আসেন রাঢ় বাংলায়। তখনও পর্যন্ত বেদগর্ভের সঙ্গে আদিশূরের সম্পর্কে অটুট ছিল। বেদগর্ভের ছেলে হলায়ুধ বর্ধমানের গাঙ্গুর গ্রামে বসবাস সূত্রেই গাঙ্গুলি পদবিতে পরিচিত হন। বেদগর্ভের অধস্তন একাদশ পুরুষ কুলপতি সেন রাজাদের অনুগামী হন।

২৯তম পুরুষ পঞ্চানন ছিলেন পাঠান রাজ-বংশের বিশ্বস্ত কর্মচারী। তিনি নবাবের কাছ থেকে খাঁ পদবি পান। ২১তম পুরুষ কামদেব ছিলেন একজন সাধক। মহারাজ মান সিংহ তাঁর শিষ্যত্ব নেন। কামদেবের পুত্র লক্ষ্মীকান্তের জন্ম হয় ১৫৭০ সালে। তিনি সংস্কৃত, বাংলা আর ফার্সি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। পেশায় নবাব সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। মহারাজ মান সিংহের সুপারিশে মোগল রাজদরবার থেকে মজুমদার ও রায়চৌধুরী উপাধি পেয়ে লক্ষ্মীকান্ত হয়ে যান হাবলি শহর অর্থাৎ আজকের হালিশহরের জমিদার। সেই সময় অর্থাৎ আজকের পুরো কলকাতাটাই ছিল লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার রায়চৌধুরীর অধীন। এই লক্ষ্মীকান্তের ছেলে গৌরী রায় ১৬৪৫ সালে কলকাতা বিরাটির নিকট নিমতায় এসে বসবাস শুরু করেন। গৌরী রায়ের দুই ছেলের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রীমন্তের ছেলে কেশবরাম ১৭১৬ সালে নিমতার পাট চুকিয়ে মাগুরা পরগনার বড়িশা গ্রামে বসবাস শুরু করেন।

১৬৯৯ সালে দিল্লির বাদশাহ আওরঙ্গজেব কেশবরামকে রায়চৌধুরী উপাধি দেন। ওই সময় কালীঘাটে প্রচুর তীর্থযাত্রীদের আগমন ঘটতে থাকে। কেশবরাম ভক্তদের সুবিধার্থে কালীঘাট মন্দির থেকে আদি গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত রাস্তা তৈরি ও শ্মশানঘাট নির্মাণ করে দেন। কেশবরামের মেজ ছেলে কৃষ্ণদেব রায়চৌধুরীর একমাত্র ছেলে নন্দদুলালের জন্ম হয় ১৭২২ সালে। বিয়ের পর নন্দদুলাল পুরানো বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়িতে এসে বসবাস শুরু করেন। এই নন্দদুলালের এক কাকা, কেশবরাম রায়চৌধুরীর চতুর্থ ছেলে শিবদেব প্রচুর অর্থ ব্যয় করে কালীঘাট মন্দির নির্মাণ শুরু করেন। শিবদেবের উত্তরসূরি রাজীবলোচন ১৮০৯ সালে এই কালীঘাট মন্দিরের কাজ শেষ করেন। পরে এই শিবদেবই সন্তোষরাম রায়চৌধুরী নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন।

নন্দদুলালের তিন ছেলে। এরা হচ্ছেন, রাঘবেন্দ্র, রামচরণ ও জগন্নাথ। নন্দদুলাল ছিলেন গৃহী সাধক। তিনি আদি কালী মায়ের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। ১৭৬০ সালে তিনিই আজকের কলকাতা টালিগঞ্জের করুণাময়ী কালী মন্দির আর ওই মন্দিরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা নিয়ে একটি কাহিনি প্রচলিত আছে।

সময়টা তখন ১৮৫০ সাল। শীতকালের পরন্ত বেলা। আদি গঙ্গার বুকে ভেসে চলেছে একটি বড় বজরা। ছপ্‌ছপ্‌ দাঁড় টানছে মাঝি মল্লারা। তাঁদের ওপর নির্দেশ আছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতা পৌঁছতে হবে।

হাল ধরে থাকা মাঝি হঠাৎ চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'আর চিন্তা নেই মা ঠাকরুণ, এই তো বড়শে পৌঁছে গেছি। সাঁজের (সন্ধ্যার) আগেই পৌঁছে যাবো কলকাতায়।' এখানে বড়শে মানে বড়িশা। সে সময়ে আদি গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের এই জনপদ ছিল বেশ প্রাচীন। এখানে যাকে উদ্দেশ্য করে মাঝির এই চিৎকার, সেই মা ঠাকরুণ আর কেউ নন, স্বয়ং রানি রাসমণি। তিনি গিয়েছিলেন গঙ্গাস্নান করতে। পুণ্যস্নান সেরে ঘরে ফেরার পথে হঠাৎ কী একটা দেখে রানিমা আদেশ করেন, 'বজরা নোঙর করো মাঝি।' বজরায় বসেই কৌতূহলী হয়ে রানিমা দেখতে থাকেন একটি মন্দির। তার অদূরেই রয়েছে মহাশ্মশান। মন্দিরের একধারে অসংখ্য ধূনি। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে — অন্ধকার নেমে এলেই সাধু-সন্ন্যাসীরা এখানে এসে বসবেন তন্ত্র সাধনা করতে।

রানিমা এই মন্দির ও সুন্দর পরিবেশ দেখে সত্যই মুগ্ধ হয়ে যান। আদি গঙ্গার তীরে এমন সুন্দর মন্দির গড়লেন কে? এই মন্দির আজকের টালিগঞ্জের মা করুণাময়ী কালী মন্দির। তবে সেদিনের অর্থাৎ অতীতের নবরত্ন মন্দির যা দেখে রানি মা এই মন্দিরের আদলে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরের নকশা তৈরি করেন। কালের নিয়মে মা করুণাময়ী সেই মন্দির আজ আর নেই।

এখন যে মন্দির দেখা যাচ্ছে তা পরবর্তীতে নির্মাণ করা হয়েছে। তবে সেদিনের কষ্টিপাথরে খোদাই করা মা করুণাময়ী দেবী মূর্তিটি ছিল নন্দদুলারের প্রতিষ্ঠিত। সেদিনের সেই আদি করুণাময়ী দেবী আজও রয়েছেন। নন্দদুলালের এই মূর্তি গড়া আর আর করুণাময়ী দেবী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পেছনে এক সুন্দর রোমাঞ্চকর সত্য কাহিনি রয়েছে। তিন সন্তানের পিতা হলেও কালী সাধক নন্দদুলারের একান্ত ইচ্ছে ছিল একটি কন্যা সন্তানের মুখে বাবা ডাক শোনা। তাঁর মনের ইচ্ছাপূরণ করে স্বয়ং মা কালী। তাঁর ঘরে এলো একমাত্র কন্যা সন্তান। মা কালীর করুণায় পাওয়া সেই মেয়ের নাম রাখলেন করুমায়ী। কিন্তু সুখ আর কপালে সইল না নন্দদুলালের। মাত্র সাত বছর বয়সে কন্যা করুণাময়ীর অকাল প্রয়ান ঘটে।

কন্যাহারা নন্দদুলালের জীবন হয়ে ওঠে বিষাদময়। তিনি মনস্থির করেন শান্তির খোঁজে তীর্থে তীর্থে ঘুরবেন। তখন একদিন রাতে স্বপ্ন দেখেন। করুণাময়ী তাঁকে বলছেন, 'বাবা তুমি আর কেঁদো না, আমি আর কোনদিনই তোমায় ছেড়ে যেতে পারবো না। কাল ভোরে ঘুম থেকে উঠে তুমি আদি গঙ্গার ঘাটে যাবে। সেখানে যে প্রচীন বটবৃক্ষ আছে তার নীচে পাবে একখন্ড কষ্টিপাথর। সেই পাথরের ওপর তোমার ইষ্টদেবতার মূর্তি গড়বে। আর একটি সুন্দর মন্দির গড়বে। ওই মন্দিরে তোমার ইষ্টদেবতাকে প্রতিষ্ঠা করবে। ওই মূর্তিতে আমি চিরকাল বিরাজ করবো।

কালির দৈবিক রূপ কালী

সুবল সরদার

কালির দৈবিক রূপ মহাকাল রূপিনী মা কালী । কালির পুজো কালী এমন নয় ,কালি (অশুভ) শক্তির বিনাশকারিণীর পুজো কালী পুজো। আলো আর অন্ধকারের মিলিত রূপ মা কালী । আলো যদি অন্ধকার দিয়ে সাজানো হয় আর অন্ধকার যদি আলো দিয়ে সাজানো হয় -তিনিই মা কালী। অন্ধকারের মাঝে আলো তিনি। অসুন্দরের মাঝে সুন্দর তিনি। তিনিই শক্তি, তিনিই ধ্যান, তিনিই মুক্তি। অশুভ শক্তির বিনাশকারিণী অমিত শক্তির অধিকারিণী তিনিই কালী । কালী পুজো বা শ্যামা পুজো তমসাঘন রত্রির দেবী। তাই তিনি রাতে পূজিতা হন শ্যামাঙ্গিণী হয়ে। কোথাও দেওয়ালী বা দীপাবলী উৎসব হিসেবে উৎযাপিত হয়। কালী পুজো মানে আলোর পুজো। আলোর রোশনাই রাতকে সাজিয়ে আলোর উৎসবে পরিণত হয়। তিনি জিহ্বা বের করে দাঁড়িয়ে আছেন তমসাঘন রাত্রির মহালগ্নে। রক্তাক্ত জিব থেকে টব টব করে রক্ত ঝরে। রক্তের গন্ধে সেই রক্ত পানের নেশায় শিয়াল দেবীর পিছনে পিছনে ছুটতে থাকে। তিনি দানব বিনাশ করে তাদের মুন্ড দিয়ে গলায় মুন্ড মালায় পরিহিতা হন । পিঠে খোলা চুল হাওয়ায় ওড়ে যেন মহাপ্রলয় ঘটতে চলেছে। মহারণে তিনি রণচন্ডিকা। তাঁর ভয়ে পৃথিবী কাঁপে। তিনি নটরাজ রূপে ধ্বংসলীলায় মত্ত হয়ে ওঠেন। তিনি এতোই ক্রুদ্ধ কেউ তাঁকে থামাতে পারে না। দেবীকে থামাতে শিব দেবীর চলার পথে শুয়ে পড়েন । দেবী ছুটতে ছুটতে তাঁর বুকে পা পড়লে লজ্জায় জিহ্বা প্রকাশ করেন। এভাবে পৃথিবী মহাপ্রলয় থেকে বাঁচে। তিনি শিবানী । সৃষ্টি করতে পারেন ,তিনি ধ্বংস করতে পারেন। তিনিই জীবন তিনিই মরণ। আমি মনে করি দেবী দুর্গা বা মা কালী প্রকৃতির শক্তির এক মহারূপ। দেবী দুর্গা সুন্দর, তেজোদীপ্ত শক্তি ,মা কালীও তাই। তিনি করাল বদনা,তবে তিনি কোমল, কমলিকা । আমাদের মনের গহ্বরে রাতের অন্ধকারে যে পাপ লুকিয়ে থাকে দেবী দিব্য চক্ষু দিয়ে সব দেখতে পান। তাই তিনি রাতে আবির্ভূতা হয়ে ওই অশুভ শক্তিকে বিনাশ করেন । তিনি রাতের রূপ ধারণ করে মা কালী রূপে পূজিতা হন । তিনি মহাকাল হয়ে কালী রূপে পূজিতা হন। এই ধারণায় হেমন্তের ক্লান্তি বলয়ে কৌশিকী অমাবস্যার মহালগ্নে তিনি আবির্ভূতা হন।

দুর্গা পুজোর পর বড় পুজো এই কালী পুজো। দেবী দুর্গা আসেন শরতে, মা কালী আসেন হেমন্তে। তিনি সুন্দর,তেজোদীপ্তি,অমিত শক্তির অধিকারিণী। তিনিই দিনের আলোয় পূজিতা হন। তিনি বিপদ থেকে আর্তদের রক্ষা করেন -দুগ্গা দুগ্গা বলে। তিনি কালি রূপে মা কালী হয়ে রাতে আবির্ভূতা হন। দেবী ভয় থেকে মুক্তি দান করেন -জয় মা কালী বলে। তিনি সুন্দর, তেজোদীপ্ত, অমিত শক্তির অধিকারিণী দেবী চন্ডিকা। অসুন্দর বিনাশকারিণী হয়ে তিনি শুভঙ্করী জগৎ মাতা। আলো আর অন্ধকারের মিলিত রূপ মা কালী। দেবীর নামে প্রাণী হত্যা বা পাঁঠা বলি মহাপাপ বলে গণ্য হয়। সুন্দরের আরাধনায় সুন্দর হয় উঠবে পৃথিবী- আলোর রোশনাই, আনন্দধারায়।

এখন কালী পুজোর গন্ধ ভাসে বাতাসে বাতাসে, শিউলী ফোটা সকালে , হেমন্তের শিশির ভেজা ঘাসে। এমন আবহে কালী পুজো পালিত হোক মনের পবিত্রতা দিয়ে । কালী পুজো যেন কলির পুজো হয়ে না উঠে। দেবী ভক্তি আরাধনায় ডিজের তান্ডব,শব্দ দানবের তান্ডব লীলা বন্ধ হোক। রাতের মাধুর্য্যে, প্রদীপের অমিলন,অমল আলোয়, মাঙ্গলিক দীপে দেবী আরাধনায় মেতে উঠুক পৃথিবী। শ্যামা পুজোয় শ্যামা পোকার ডানায় মেতে উঠুক দেবী আরাধনায় । আলোর রোশনাই সঙ্গে সবুজ বাজির আলোকময় ধাঁধায় মন উঠুক মেতে। এমন আরাধানায় মনের মলিনতা দূর হয়ে ভালোবাসা আর আনন্দের উচ্ছ্বাসে ভরে উঠুক পৃথিবীর মুহূর্তগুলি। মনে রাখতে হবে সুন্দরের আরাধনায় অসুন্দরের কোন স্থান নেই যা আমাদের ঐতিহ্য, পরম্পরাকে বহন করে পরম্পরায়। দেবীর চরণে নত মস্তককে প্রণাম। দেবীর কৃপা সকলের উপর বর্ষিত হোক। জয় মা কালী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে শেষ ভাইফোঁটা

প্রণবকান্তি মুখোপাধ্যায়

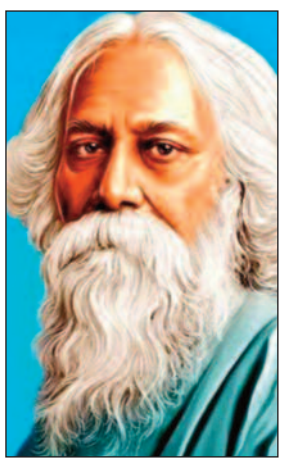

দিনটা ছিল ভাইফোঁটার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স তখন আশি বৎসর। রবীন্দ্রনাথ এর ছোট বোন বর্ণকুমারী দেবী এসেছেন রবীন্দ্রনাথকে ভাইফোঁটা দিতে। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে রয়েছে বর্ণকুমারী দেবী ও অনেক আত্মীয় স্বজন। রবীন্দ্রনাথের দিদি বর্ণকুমারী দেবী ছোটভাই এর কাছে এগিয়ে এলেন, এসে রবীন্দ্রনাথের গায়ে পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে আদরের সুরে বললেন, রবি এখন তোমার বয়স হয়েছে। এখন আর তুমি দৌড়ে দৌড়ে এখানে সেখানে যেও না। পাহাড়ে পর্বতে ঘোরাঘুরি করো না।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, না দিদি, আমি পাহাড়ে পর্বতে দৌড়ে দৌড়ে যাব না, বসে বসে যাব।

কোথায় যাবে?

যেখানে মন চাইবে সেখানেই যাব।

দিদি অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে বললেন, তাই ভালো।

তারপর শুরু হলো আসল অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথের জীবনে শেষ ভাইফোঁটা।

দিদি কাঁপা কাঁপা হাতে চন্দনের তিলক পরিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথের কপালে। উচ্চারণ করলেন, অমোঘ মন্ত্র- যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা /আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা /যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা/ ভাই হোক আমার লোহার বাটা। মেয়েরা উলু দিতে লাগল। চতুর্দিকে মঙ্গল শঙ্খ বাজতে লাগল। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ ভাইফোঁটা এভাবেই সেদিন শেষ হয়েও হয়ে উঠল চিরন্তন।

শুধু সেচ দপ্তর নয়, এবার নদী-খাল সংস্কার করতে পারবে ব্লক প্রশাসনও

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: বন্যা প্রতিরোধে নদী, খাল ইত্যাদি সংস্কারে সেচ দপ্তরের পাশাপাশি ব্লক প্রশাসনও কাজ করতে পারবে। 'নো কষ্ট টু গভর্নমেন্ট এক্সচেকার' মডেলে এই কাজ করা হবে। ফলে ছোট নদী, খাল সংস্কারের কাজে আরও গতি আসবে বলেই মনে করছেন সরকারি আধিকারিকেরা। সেক্ষেত্রে আগামী বছর থেকে বন্যা প্রকোপ অনেকটা কমিয়ে আনা যাবে বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞরা। আর এই সাফল্যের বড় কৃতিত্ব উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী ও তাঁর দলীয় আধিকারিকদের। বিগত কয়েক বছর ধরে সামান্য বৃষ্টিতের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সীমান্ত লাগোয়া বেশ কিছু ব্লক জলমগ্ন হয়ে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। এর কারণ অনুসন্ধানে নামেন জেলাশাসক। জেলাশাসকের নেতৃত্বে তাঁর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক ও কিছু দক্ষ মানুষদের নিয়ে একটি টিম গঠন করেন। দলটি এলাকার মানুষ, নদী বিশেষজ্ঞ এবং জেলার পুরনো ভৌগোলিক ইতিহাস ঘেটে সিদ্ধান্তে আসেন বড়, ছোট নদী, খাল, নয়ানজুলি, জলাশয় সংস্কার করলে সমস্যার ৮০ শতাংশের বেশি সমাধান হবে। সেইমত নদী, খাল, বড় জলাশয় চিহ্নিত করে

একটি রিপোর্ট রাজ্য সরকার ও সেচ দপ্তরকে পাঠায়। বন্যা আটকাতে শুরু হয় প্রশাসনিক তৎপরতা। জেলা প্রশাসন ও রাজ্য প্রশাসনের মধ্যে একাধিক বৈঠক হয়। অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বেশকিছু নদী, খাল, বড় জলাশয় সংস্কার করা হবে 'নো কষ্ট টু গভর্নমেন্ট এক্সচেকার' মডেলে। ধাপে ধাপে নদী, খাল সংস্কার করবে সেচ দপ্তর।

ইতিমধ্যে সেই মডেলে পদ্মা খাল সংস্কারের কাজ শুরু হতে চলেছে। রানিডাঙ্গা থেকে নাসিমপুর প্রায় ১৫ কিলোমিটার নদী সংস্কারের কাজ করবে বিদ্যাধরী ড্রেনেজ ডিভিশান। কিন্তু সেচ দপ্তর এই বিশাল কাজ একা করতে গেলে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে তাই মানুষের সমস্যার সময়ও বাড়বে। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমতি ক্রমে এবং রাজ্য সরকারের নির্দেশে গ্রামের সাধারণ মানুষদের জলযন্ত্রণা থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি দিতে ব্লক প্রশাসনের মাধ্যমে ছোট নদী, খাল, নয়ানজুলি, জলাশয় সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে আগে ব্লকের ইঞ্জিনিয়ারদের ট্রেনিং দিয়ে তাঁদের সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য প্রস্তুত করা হবে। সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের মত তাঁরাও এই কাজে দক্ষ হয়ে সংস্কারের কার্যে পারদর্শী হয়ে উঠলে তবেই নতুন প্রক্রিয়ায় কাজ শুরু হবে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেই ছোট নদী, খাল-সহ অন্যান্য জলাশয় সংস্কারের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে না। রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের নজরদারি ও নির্দেশ মতো বিডিও'রা তাঁদের ব্লকের ছোট নদী ও খাল কাজ সহজেই করতে পারবেন। সেচ দপ্তরের অপেক্ষায় আর থাকতে হবে না। এই প্রসঙ্গে জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী জানান, 'এমনই একটা উদ্যোগ নিচ্ছেন রাজ্য সরকার ও সেচ দপ্তর। কিছু মিটিং হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে কালীপুজো পর থেকে ট্রেনিং শুরু হবে। আমরা সংস্কারের জন্য কিছু জায়গা চিহ্নিত করেছি। আশা করছি আগামী বছর থেকে এই জেলায় বন্যার প্রকোপ অনেকটাই কমিয়ে ফেলতে পারবো।' সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বন্যাপ্রবণ এলাকার মানুষ। আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছে বানভাসি ও জলযন্ত্রণায় অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ।

কোচবিহারের এসপি-কে নিয়ে বিস্ফোরক শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: কোচবিহারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্স হ্যান্ডেলে দেওয়া পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'কোচবিহারের ৯ নং ওয়ার্ডের রেলঘুমটি এলাকায় গতকাল কালীপুজোর রাতে কয়েকজন অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চা উৎসব উদযাপন করার সময় বাজি পোড়াচ্ছিল। সেই সময় কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য্য সেই বাচ্চাদের ও এক মহিলাকে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় মারধর করেন।' এর পাশাপাশি শুভেন্দু অভিযোগ করেছেন, কয়েকদিন আগে জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চের অনুমতিতে তিনি কোচবিহার সফরে গিয়েছিলেন এক মহিলার সঙ্গে দেখা করতে। সেই সময়ও নাকি পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে খাগড়াবাড়ি এলাকায় 'জেহাতিদের দ্বারা' তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়েছিল। বিরোধী দলনেতার দাবি, 'একই পুলিশ অফিসার বারবার আইন রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। কালীপুজোর রাতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের মারধর করা তার জঘন্যতম উদাহরণ।' শুভেন্দু অধিকারী ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

ইন্দাসে জীবন্ত কালীপুজো, কালী রূপে পূজিতা হন বাড়ির বড় বউ

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: ১৮২০ বঙ্গাব্দের ১৩ জৈষ্ঠ্য, ফলহারিনী কালীপুজোর দিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদাদেবীকে ষোড়শী জ্ঞানে পুজো করেছিলেন। আর সেই ছবিরই প্রতিচ্ছবি যেন দেখা যায় ইন্দাসের মির্জাপুর গ্রামে। দীপান্বিতা অমাবস্যায় এই গ্রামের সাঁতরা পরিবারের কালী পুজোতে কোনও মৃন্ময়ী মূর্তি নন, মাকালীর আসনে পুজিত হন ওই বাড়ির বড় বউ। গলায় রক্ত জবার মালা, কপালে রক্ত চন্দনের তিলক। দেবী সাজে সজ্জিতা ওই মহিলাকেই ওই দিন মা কালী হিসেবে নিষ্ঠাভরে পুজো করা হয়। ঘটনাচক্রে মীর্জাপুরের ওই পরিবারের জামাই রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামল সাঁতরা। তাঁর শাশুড়ি হীরালালা সাঁতরাই এই বাড়িতে মা কালী হিসেবে দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর ধরে পুজিত হয়ে আসছেন। সাঁতরা পরিবার সূত্রে খবর, ১২৫

বছরেরও বেশি সময় আগে থেকে এই বাড়িতে বাড়ির বড় বউকে মা কালী হিসেবে পুজো করা হচ্ছে। এই বংশের কোন এক পূর্ব পুরুষ সোনা বা অষ্ট ধাতুর কালী মূর্তি পূজা করার স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে তা সম্ভব হয়নি। সেই থেকে বাড়ির বড় বউ-কে দেবীর আসনে বসিয়ে পুজো করা হচ্ছে। এবাড়িতে বউ হিসেবে আসার পর প্রায় ৪০ বছর ধরে মা কালী হিসেবে পুজিত হয়ে আসছেন হীরালালা সাঁতরা। তাঁর মেয়ে প্রীতিকণা সাঁতরা বলেন, 'আমাদের এই পারিবারিক প্রথা দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। বর্তমানে আমার মা-কে মা কালী হিসেবে প্রায় ৪০ বছর ধরে পুজো করা হচ্ছে। পরিবারের সদস্যরা সারা বছর যে যেখানেই থাকুন না কেন, পুজোর সময় প্রত্যেকেই বাড়িতে চলে আসেন বলে তিনি জানান। জামাই শ্যামল সাঁতরা বলেন, 'দেবীর স্বপ্নাদেশেই এই পুজো শুরু। পুজোর শুরুর দিকে প্রতিমা পুজো হলেও বর্তমানে বাড়ির বড় বউমাকে পুজো করা হয় বলে তিনি জানান।

Punjab & Sind Bank

খড়গপুর শাখা
খরিদা মেন রোড, খড়গপুর
মেদিনীপুর (পশ্চিম), পোঃঅঃ - খড়গপুর,
পিন - ৭২১ ৩০১

পরিশিষ্ট-৪ [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]
দখল বিজ্ঞপ্তি
[সেকশন ১৩(৪)]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি নোটিশে বর্ণিত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে আহ্বান জানিয়ে নিম্নে প্রতিটি একাউন্ট এর সাপেক্ষে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে। ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত অ্যাক্ট এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (৪) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে সম্পত্তির দখল নিয়েছেন এখানে নিম্নে প্রতিটি একাউন্ট এর সাপেক্ষে বর্ণিত তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/গুলির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য উক্ত হিসাবে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তদুপরি সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি **পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণ -এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম	বন্ধকীকৃত সম্পত্তি/গুলির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) খড়গপুর শাখা খ) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স শঙ্খ ব্রিকস, স্বত্বাধিকারী: শ্রী চণ্ডীচরণ মণ্ডল, গ্রাম - রাধানগর, পোঃ - খালসেউলি, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১ ৫১৩।	**চণ্ডীচরণ মণ্ডল,** পিতা- প্রয়াত শ্রী ননী গোপাল মণ্ডল-এর নামে যথারীতি নিবন্ধিত ১৯৮৬ সালের ৮১৮, ৭০৮৮, ৭৯০৮, ৭৯৬৭ এবং ৭৯৬৮ নং দলিল দ্বারা চুবকা পৌরসভার অধীনস্থ জে.এল. নং ৬০৮, প্লট নং ৮১৬ থেকে ৮২৮ সহ ৮৯৪ ও ৮৯৬ নম্বর প্লটে অবস্থিত আমদাই মৌজার ৫১৪ ডেসিমেল পরিমাপের ইটভাটা স্থাবর সম্পত্তি। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তরে- পঞ্চায়েত ড্রেন, দক্ষিণে- পঞ্চায়েত রোড, পূর্বে- পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিমে- শ্রীমন্ত মাঝির ধানের জমি।	ক) ১৭.১২.২০২৪ খ) ২৫,৫৩,০৩৯.২০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার উনচল্লিশ টাকা কুড়ি পয়সা মাত্র) এবং এর ওপর প্রযোজ্য সুদ, কর ও অন্যান্য চার্জ। গ) ১৮.১০.২০২৫
২.	ক) খড়গপুর শাখা খ) মেসার্স হোটেল মান প্যালেস, স্বত্বাধিকারী: যতিন্দর পাল সিং এইচ. নং ৪১এ, রবীন্দ্রপল্লী, ইন্দা, খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১ ৩০৫।	মঞ্জিত কৌর -এর সুগঠিত কাঠামো সহ ২৮ ডেসিমেল পরিমাপের বাণিজ্যিক জমি স্থাবর সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক অবস্থান-পশ্চিম মেদিনীপুর-এর সাদাতপুর নিমপুরা মৌজায় জে.এল. নং ৮৯, আর.এস. খতিয়ান নং ০৫, এল.আর. খতিয়ান নং ১১১/২, প্লট নং ৩৪২ (বাস্তু)। ২০.১০.১৯৮২ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ৩৭৬৪ এ.ডি.এস.আর. খড়গপুর -এর কার্যালয়ে নিবন্ধিত ১৯৮২ সালের বুক নং ১, ভলিউম নং ৬৩, পৃষ্ঠা ২০ থেকে ২৫ -তে নথিবদ্ধ/অন্তর্ভুক্ত। **চৌহদ্দি:-** উত্তরে- খিয়াল সিং, দক্ষিণে- শ্রীমতি স্বর্ণ সিং, পূর্বে- মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে- এন.এইচ. ০৬।	ক) ২৮.০৭.২০২৫ খ) ৪২,৯৭,৬৩২.৯৭ টাকা (বিয়াল্লিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার ছয়শত বত্রিশ টাকা সাতানব্বই পয়সা মাত্র) ৩০.০৬.২০২৫ তারিখের হিসাবে এবং এর ওপর প্রযোজ্য সুদ, কর ও অন্যান্য চার্জ। গ) ১৮.১০.২০২৫
৩.	ক) খড়গপুর শাখা খ) ঋণগ্রহীতা: নীলকান্ত ভুঁইয়া পিতা- নন্দ কিশোর ভুঁইয়া, আলমারি ফ্যাক্টরির কাছে, সারদাপল্লী, ইন্দা, খড়গপুর, পিন - ৭২১ ৩০৫।	ইন্দা মৌজায় জে.এল. নং ২৩২, আর.এস. খতিয়ান নং ১৪৬ মোড ১২১, আর.এস. ও এল.আর. প্লট নং ৩৫৬ (বাস্তু)-তে অবস্থিত ০৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও ভবনসহ স্থাবর কাঠামো সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। থানা - খড়গপুর, খড়গপুর পৌরসভার অধীনস্থ ওয়ার্ড নং ৩ (পুরাতন) ০১ (নতুন), হোল্ডিং নং ১৪২৮/৩। এ.ডি.এস.আর. - খড়গপুর-এ নিবন্ধিত ১১.০৬.২০০৩ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ২০৪৩ সাল- ২০০৪ , বুক নং ০১, ভলিউম নং ৮২, পৃষ্ঠা ১০৬-১১৩। **চৌহদ্দি:-** উত্তরে- মাইতি বাবুর ফাঁকা জমি, প্লট নং ৩৫৬, দক্ষিণে- প্রদীপ ভুঁইয়ার বাড়ি, পূর্বে- মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে- রবি শঙ্কর পিল্লাইয়ের বাড়ি।	ক) ০২.০৯.২০২২ খ) ২৫,৬৫,৬১৭.৩৫ টাকা (পঁচিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার ছয়শত সতেরো টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা মাত্র) ৩০.০৬.২০২৫ তারিখের হিসাবে এবং এর ওপর প্রযোজ্য সুদ, কর ও অন্যান্য চার্জ। গ) ১৮.১০.২০২৫

তারিখ : ১৮.১০.২০২৫
স্থান : খড়গপুর

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা, পিন - ৭০০০১৭
ফোন নং - ০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৩৯ এবং ০৩৩৬৬৫৫৭৭৪৬ মোবাইল নং - ৭০০৪২৮৬৩৬০/৮৭৭৭৭৩৮৬৭৫
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর নিয়ম ৩ সহ পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নীচের অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে উল্লিখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ডিমান্ড নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ আরও সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ, বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে, এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ, বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে, এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেডকে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের জন্য অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ চার্জ করা হবে।

ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম এবং লোন এ/সি নং	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	শ্রী বিজয় হরি (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি রেখা হরি (সহ ঋণগ্রহীতা) এ/সি নং ০৭০২৬৭৫১০০০৩১৯৬৭ এবং ০৭০২৬৭৫১০০০৩১৯৭৬	১. ৩১.০৭.২০২৫ ২. ২১.১০.২০২৫ ৩. ১৪,১৯,৪৭৪.৪৮ টাকা (চোদ্দ লাখ উনিশ হাজার চারশ চুয়াত্তর টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা) ১০.০৫.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া (০৯.০৫.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) ১০.০৫.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং এক অধিকারে বসবাসের মার্বেল মেঝে ফ্ল্যাট নং ২-এ, ৩য়তল, উত্তর পূর্ব অংশে জি-৪ তলা ভবনে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৪০ বর্গফুট কমবেশি হোল্ডিং নং ৩৯, নগেন্দ্র নাথ মুখার্জি রোড, পো : পানিহাটি, থানা: খড়দহ,কলকাতা -৭০০১১৪, বাস্তু জমি পরিমাপ ২ কাঠা ১৫ ছটাক ১০ বর্গফুট কমবেশি ,মৌজা : পানিহাটি , জেএল নং ১০, আরএস ৩২,তৌজি নং ১৫৫, আরএস খতিয়ান নং ১৪৩, নতুন খতিয়ান নং ৩৩১৪, আরএস/এলআর দাগ নং ৩০২০, ওয়ার্ড নং ৬, হোল্ডিং নং ৩৯,পানিহাটি পুরসভা অধীন, এজিএসআর সোদপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে : গড় ১৮ চওড়া পুরসভা সড়ক, এন এন মুখার্জি রোড, দক্ষিণে : শক্তি শাউ এর সম্পত্তি, পূর্বে :প্রাইভেট চলার পথ, পশ্চিমে : সুনীল দাস এবং অনিল দাসের ভবন।

তারিখ : ২২.১০.২০২৫
স্থান : পানিহাটি, কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কলকাতা মেন শাখা, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১২.১১.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কলকাতা মেন শাখা, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** সংশ্লিষ্ট প্রতিটি অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী নিম্নে বর্ণিত টাকা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) এর কাছ থেকে আদায়ের জন্য।

নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. মেসার্স শুভদিন (স্বত্বাধিকারী সংস্থা) স্বত্বাধিকারী : শ্রী বিপ্লব ঘোষ ১৫/১এ, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০৯, ২. শ্রী বিপ্লব ঘোষ, পিতা শ্রী নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ, ১৫/১এ, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০৯, ৩. শ্রীমতি স্বর্ণালী ঘোষ মুখার্জি, স্বামী শ্রী বিপ্লব ঘোষ, ১৫/১এ, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০৯। খ) কলকাতা মেন ব্রাঞ্চ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মার্বেল মেঝে গুদাম মোট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৫২.৭৬ বর্গফুট এবং এক দোক মোট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৯২ বর্গফুট একতলায় জি-৩ তলা বসবাসের তথা বাণিজ্যিক ভবনে নাম দেবাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩৪ ঘোষ পাড়া রোড, কালীতল (স্টোভ বাজার), ইছাপুর, এলআর দাগ নং ১৮৭৫, উত্তর বারাকপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩ অধীন অধিক্ষেত্রে, কলকাতা-৭০০১২১।	৫০,৪৭,৫৯৯.০০ টাকা (পঞ্চাশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশ নিরানব্বই টাকা) ০১.০৬.২০২১ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৪০,০০,০০০.০০ টাকা (*) (চল্লিশ লাখ টাকা) খ) ৪,০০,০০০.০০ টাকা (চার লাখ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB30250147046 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) স্বত্ব দখলীকৃত
১	ক) ১. শ্রী শোভনলাল স্বহা রাজেশ্বরী অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য়তল, ফ্ল্যাট নং ৪, সোদপুর অমরাবতী, কলকাতা -৭০০১১০। ২. শ্রীমতী তৃণা সাহা রাজেশ্বরী অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য়তল, ফ্ল্যাট নং ৪, সোদপুর অমরাবতী, কলকাতা -৭০০১১০। খ) কলকাতা মেন ব্রাঞ্চ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট , রাজেশ্বরী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৪, ৩য় তলে, হোল্ডিং নং ১৬১, পি এন চ্যাটার্জি রোড, অমরাবতী, পো : সোদপুর, পিন : ৭০০১১০, জমির যথাযথ অংশের দাবিদার জমির পরিমাপ ২ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৪ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : সোদপুর, জেএল নং ০৮, আরএস দাগনং ৩৬৪স আরএস খতিয়ান নং ৩৫২, ওয়ার্ড নং ১৭, পানিহাটি পুরশভা অধীন, থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি** : উত্তরে : ২০ ফুট চওড়া অমরাবতী রোড, পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি, দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : কল্যাণী অ্যাপার্টমেন্ট।	৪০,৯৭,৯৪৫.০০ টাকা (চল্লিশ লাখ সাতানব্বই হাজার নশো পঁয়তাল্লিশ টাকা) ১৩.০২.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১৪.০২.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৩০,০০,০০০.০০ টাকা (*) (তিরিশ লাখ টাকা) খ) ৩,০০,০০০.০০ টাকা (তিন লাখ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB30299140318 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) স্বত্ব দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৫.১০.২০২৫ থেকে ১১.১১.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১২.১১.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**

কাঁকসার ঘন জঙ্গলে মন্দির-মূর্তি ছাড়াই পূজিতা হন বনকালী

সুজিত ভট্টাচার্য্য

কাঁকসার রাজকুসুম গ্রামে শাল পিয়ালের ঘন জঙ্গলে আজও একইভাবে জনপ্রিয় বনকালী। প্রতি বছরের মতো এবছরও মহাধুমধামে পুজোর আয়োজন করা হয়। পুজো শুরু হয় সকালে, শেষ হয় দুপুরে। প্রতিবছর কালীপুজোর পরের দিন জঙ্গলের মধ্যেই বনকালীর পুজোর আয়োজন হয়ে আসছে। পুজোর সূচনা হয়েছিল আনুমানিক ৫০০ বছর আগে। কাঁকসার বাসিন্দা উত্তম কেস জানিয়েছেন, ছোট থেকেই তিনি এই পুজো দেখে আসছেন। একইভাবে জঙ্গলের মধ্যে মহাধুমধাম করে পুজোর আয়োজন করা হয়। তিনিও পুজো দিতে ছুটে আসেন জঙ্গলে। শুধু কাঁকসার মানুষ নয়, বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ ছুটে আসেন দেবীর কাছে।অনেকেই মানসিক করেন। আবার অনেকেই মানসিক পূরণ হওয়ার পরে দেবীর কাছে পুজো দিতে আসেন। কাউকে নিমন্ত্রণ করা হয় না। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টার পুজোয় মানুষের শুধু মাথা দেখা যায়। এই ছবি প্রতি বছর দেখা যায়। রাজকুসুম গ্রামের রায় পরিবারের সদস্য সনৎ কুমার রায় জানিয়েছেন, তাঁদেরই পূর্বপুরুষ এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। পূর্বে জঙ্গলের মধ্যেই মূর্তি এনে পুজোর আয়োজন করতো। পুজোর পুরোহিত ছিলেন কাঁকসার গোপালপুরের ভট্টাচার্য বাড়ির সদস্য। সেই সময় পুরোহিতকে রীতিমতো লাঠিয়াল সঙ্গে করে নিয়ে জঙ্গলে আনা হত। গোটা এলাকায় মাঠে ধান চাষ হত। ছিল না তেমন রাস্তা ঘাট। তার সঙ্গে ছিল এলাকায় হিংস্র পশুর বাস। ধান খেতের মাঠের আল দিয়ে লাঠিয়াল দিয়েই আনা হত পুরোহিতকে। এক বছর প্রবল বৃষ্টির সময় মাঠের আল দিয়ে জঙ্গলে যেতে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল সকলকে। সেই বছর পুরোহিত স্বপ্নাদেশ পান। দেবী কালী তাঁকে তাঁর বাড়িতেই পুজো করতে বলেন। প্রায় ১০০ বছর আগে দেবীর নির্দেশ মেনে কাঁকসার গোপালপুর গ্রামে ভট্টাচার্য পরিবারে শুরু হয় দেবী কালীর পুজো। যেহেতু জঙ্গলে বহু বছর ধরে পুজো হত, তাই পুরোহিত দেবীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, জঙ্গলে মূর্তি না থাকলে সেখানে সে কোথায় পুজো দেবে? উত্তরে দেবী তাঁকে জানিয়েছিলেন, জঙ্গলের মধ্যে একটি গাছের গায়ে দুটো চোখের আকৃতি দেখা যাবে সেই গাছেই তিনি বিরাজমান থাকবেন। সেই গাছের গোঁড়ায় মূর্তি ছাড়াই হবে পুজো। ভক্তরা নিজেই আসবে পুজো দিতে। তাই রীতি মেনে কালীপুজোর পরের দিন রাজকুসুম গ্রামে জঙ্গলের মধ্যে আজও একইভাবে চলে বন কালীর পুজো।

স্থানীয় বাসিন্দারা ছাড়াও বন কালীর স্থানে পুজো দিতে জেলা ছাড়িয়ে ভিন জেলা থেকেও হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমান প্রতি বছর। জঙ্গলের মধ্যে পুজোর আয়োজন হলেও আজও থাকে না কোনও মূর্তি নেই কোনো মন্দির। রাজকুসুম গ্রামের বাসিন্দারা জানান, দেবীর উপস্থিতি পুজো স্থানের চারিদিকে লক্ষ করা যায়। প্রতিটি গাছের গায়ে চোখের আকৃতি দেখা যায়। মানুষ আসেন তাঁদের মনস্কামনা নিয়ে। অনেকেই আসেন পরিবারের সকলের সুখ, শান্তি কামনা করতে। পুজোর জন্য কাউকে নিমন্ত্রণ করা হয় না। তবে মানুষ প্রতি বছর নিজেই দেবীর মাহাত্যর কথা শুনে ভিড় করেন।

তৃণমূলের ব্লক সভাপতিদের তালিকা প্রকাশ হতেই বসিরহাটে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: মোটা টাকার বিনিময়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি নির্বাচন করা হয়েছে। এই অভিযোগে উত্তাল বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বিভিন্ন ব্লক। দলীয় নেতা, কর্মীদের বড় অংশ রাস্তায় নেমে দলের কিছু দুর্নীতিগ্রস্থ নেতা ও আইপ্যাকের এই জেলায় দায়িত্বপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে দলের উচ্চপদস্থ নেতারা ময়দানে নেমেও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছেন না। নেতা কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদকে ধামাচাপা দিতে পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করারও অভিযোগ উঠেছে। হাড়োয়া বিধানসভার হাড়োয়া ও বারাসাত ২ নম্বর এই দু'টি ব্লক-সহ বসিরহাট (দক্ষিণ), মিনাখাঁ, হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভাগুলির নবনির্বাচিত ব্লক সভাপতিদের নিয়ে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। ফলে বিড়ম্বনায় পড়েছেন সংশ্লিষ্ট বিধানসভার বিধায়ক, জেলা সভাপতি-সহ সভাপতি ঘনিষ্ঠ উচ্চপদস্থ নেতা, মন্ত্রীরা। এদের মধ্যে হাড়োয়া বিধানসভার বিক্ষোভ মাত্রা ছাড়িয়েছে। এখানে সরাসরি স্থানীয় বিধায়ক শেখ রবিউল ইসলামের দিকে অঙুল তুলেছেন তৃণমূলের নেতা, কর্মীদের একাংশ। তাঁরা হুঁশিয়ার দিয়েছেন দুই ব্লক সভাপতির নাম পরিবর্তন না-করা পর্যন্ত বিধায়ককে এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে তাঁরা লাগাতার বিক্ষোভের পথে হাঁটবেন।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার ব্লক সভাপতিদের তালিকা প্রকাশ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তারপর থেকেই শুরু হয়েছে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ। সেই আবহে মঙ্গলবার বারাসাত ব্লক ২ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের থেকে আওয়াজ উঠেছে সদ্য ঘোষিত নতুন কমিটি বাতিল করতে হবে। তোলাবাজ মাফিয়া বিজেপি থেকে আশা নেতারাই দলের পথ পেয়েছেন। হাড়োয়ার বিধায়ক নির্দেশেই তাঁরা পদ পেয়েছে। প্যানেল বাতিল না হলে হাড়োয়ার বিধায়ককে ব্লকে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক নেতৃত্ব। ৩৭৫ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৩২০ জন ইস্তফা দেবেন বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, বারাসাত দুই ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সদ্য ঘোষিত নতুন কমিটিকে বাতিল করতে হবে। অর্থের ও অনৈতিক বিনিময়ের মাধ্যমে অযোগ্য ব্যক্তিকে বারাসাত দুই ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি করা হয়েছে। পাশাপাশি দুর্নীতিবাজ জমি মাফিয়া এমন এক ব্যক্তিকে বারাসাত দুই ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি করা হয়েছে। এই অযোগ্য ব্যক্তি সহ গোটা বারাসাত ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন কমিটিকে বাতিলের দাবিতে পথে নামল তৃণমূল কংগ্রেসের একটি বড় অংশ। এই দাবিতে মঙ্গলবার কেমিয়া খামার পড়ায় বারাসাত দুই ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ের বিক্ষোভ করল বারাসাত ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ৩০০ জনের অধিক জনপ্রতিনিধি ও দলীয় পদাধিকারীরা। নতুন ব্লক সভাপতিকে মানছি না মানবো না এই দাবি তুলে বহু তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থক নেতৃত্বদের সামনে ক্ষোভ উগরে দেন। অবিলম্বে এই নতুন কমিটিকে বাতিল না করা হলে ৩৭৫ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৩২০ অধিক জনপ্রতিনিধি ও দলীয় পদাধিকারী গণইস্তফা দেবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। পাশাপাশি এই দল বিরোধী অনৈতিক কাজের জন্য হাড়োয়া বিধানসভার বিধায়ক রবিউল ইসলাম শাসন এলাকায় ঢুকলে কর্মীরা তাকে বুঝিয়ে দেবেন। বারাসাত দুই ব্লক সহ শাসন এলাকা তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। এখানে বিধায়ক রবিউল ইসলাম দলের মধ্যেই গোষ্ঠী কোন্দল বানিয়ে দিচ্ছেন। নতুন এই প্যানেল বাদ না হলে ভাই ফোঁটার পর শাসন-সহ গোটা বারাসাত ২ ব্লক এলাকা বড় আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে হুঁশয়ারি দিয়েছেন তৃণমূলের নেতা কর্মীরা।

নিহত বাবলা সরকারের আবক্ষ মূর্তির উদ্বোধনে অসন্তুষ্ট কর্মীদের একাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর তথা তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি বাবলা সরকারের আবক্ষ মূর্তির উদ্বোধন হল শহরের কানির মোড়ে। আর এই মূর্তিকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। নিহত তৃণমূল নেতার অনুগামীদের অভিযোগ, মূর্তির সঙ্গে বাবলা সরকারের চেহারার কোনও মিল নেই। যেভাবে আবক্ষ মূর্তিটি তৈরি হয়েছে, তাতে দেখতেও দৃষ্টিকটু লাগছে। দায়সারা ভাবে শহরের কোনও এক মৃৎশিল্পী এটি তৈরি করেছেন। নতুন করে নিহত বাবলা সরকারের মূর্তি বসানোর দাবি তুলেছেন অনেকেই। মঙ্গলবারে (২১ অক্টোবর) নিহত বাবলা সরকারের জন্মদিন উপলক্ষে ইংরেজবাজার শহরের কানিরমোড় এলাকায় এই আবক্ষ মূর্তিটির উদ্বোধন করা হয়। সম্পূর্ণ কাঁচ দিয়ে বাঁধিয়ে রাখা মূর্তিটি উদ্বোধন করেন সংশ্লিষ্ট পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান সুমলা আগারওয়ালা, নিহত তৃণমূল নেতার স্ত্রী চৈতালি সরকার-সহ অন্যান্য কাউন্সিলরেরা। কিন্তু মূর্তির উদ্বোধনের পরেই যেন হতাশ হয়ে যান নিহত বাবলা সরকারের অধিকাংশ অনুগামীরা। অনেকেই এই মূর্তি রূপ ও গঠন নিয়েই কড়া সমালোচনা করেছেন। যদিও বিষয়টি জানতে পেরে নতুন করে বাবলা সরকারের আবক্ষ মূর্তি তৈরি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাঁর স্ত্রী চৈতালিদেবী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কানিরমোড় এলাকায় বাবলা সরকারের পার্টি অফিস রয়েছে। বর্তমানে যেটি সামলাচ্ছেন তাঁর স্ত্রী তথা ইংরেজবাজার পুরসভার তৃণমূল দলের কাউন্সিলর চৈতালি সরকার। এদিন দুপুরে কানিরমোরে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের এক পাশেই নিহত বাবলা সরকারের আবক্ষ মূর্তির উদ্বোধন করা হয়।

উল্লেখ্য, চলতি বছর ২ জানুয়ারি শহরের মহানন্দাপল্লি এলাকায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হন তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার। এই ঘটনায় ইংরেজবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারি-সহ মোট ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যারা এখনও জেলা সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দী রয়েছে। এদিন নিহত বাবলা সরকারের স্ত্রী চৈতালি সরকার বলেন, 'স্বামীর খুনিরা ধরা পড়েছে। এখন তাদের কঠোর শাস্তির আশায় রয়েছি। এলাকার মানুষদের দাবি ছিল বাবলা সরকারের মূর্তি স্থাপন করার। সেদিকেই লক্ষ্য রেখে এদিন আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। যদিও এদিন বাবলা সরকারের আবক্ষ মূর্তির রূপ ও গঠন নিয়ে তৃণমূলের কিছু অনুগামীরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কাজেই এই মূর্তির বদলে আবারও নতুন করে বাবলা সরকারের আবক্ষ মূর্তি তৈরি করা হোক বলে দাবি ওঠে। যদিও বিষয়টি বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন চৈতালিদেবী। ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষেন্দু নারায়ণ চৌধুরি বলেন, 'সকলের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন বাবলা সরকার কিন্তু তাঁকে নিশংসভাবে হত্যা করা হয় এদিন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই এই মূর্তির উন্মোচন করা হয়েছে।'

সাংবাদিকদের উদ্যোগে শীতকালীন বস্ত্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: শ্যামাপুজো উপলক্ষে ওয়েস্ট বেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন দার্জিলিং জেলার পক্ষ থেকে ছোট্ট একটা প্রয়াসে প্রায় ১৮৬ জন বয়জ্যেষ্ঠ মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ ও মিষ্টিমুখ করা হল। এর আগেও ওয়েস্ট বেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপের পাশাপাশি পোর্টাল সাংবাদিকদের স্বার্থে নিরলস লড়াই করেছে। এই সাংবাদিক সংগঠনের প্রাথমিক লক্ষ্য জেলায় জেলায় কমিটি গঠনের মাধ্যমে একে অপরের পাশে থাকা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা আইনজীবী মানবেন্দ্র সিনহা, আইনজীবী সম্পদ রায় ও ওয়েস্ট বেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন দার্জিলিং জেলার সভাপতি সুভাষ সিংহ ও সম্পাদক রাজেন কাফলে ও অন্যান্য সাংবাদিক বন্ধুরা। সভাপতি সুভাষ সিংহ বলেন, 'একই ছাদের তলায় আমরা সবাই একসাথে কাজ করছি এবং আগামী দিনেও করব।' সম্পাদক রাজেন কাফলে বলেন, 'সবারই আশীর্বাদে আমরা সবাই একত্রিত হতে পেরে দার্জিলিং জেলার পক্ষ থেকে প্রায় ১৮৬ জনেরও বেশি মানুষকে বস্ত্র দান করা হল। আগামী বছরের সবাইকে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে জমজমাটভাবে করা হবে।' সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক শুভজ্যোতি চক্রবর্তী জানান, 'সাংবাদিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এই সাংবাদিক সংগঠন ইতিমধ্যেই এক ব্যতিক্রম গড়েছে। এছাড়াও প্রতিবছর আমরা সামাজিক কর্মসূচির ও আয়োজন করি। সংবাদ মাধ্যমের গুরুত্ব যেই ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে এইরকম কর্মসূচির সাংবাদিকদের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব আরও কমাবে।'

গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা যুবতীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর: গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন চন্দননগরের এক যুবতী। তিনি চন্দননগর বৌ-বাজার বটতলার বাসিন্দা। তাঁর সঙ্গেই বিয়ে হয়েছিল বৌবাজার শীতলাতলার বাসিন্দা সত্যজিৎ রায়ের। রেজিস্ট্রি করে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল তিন বছর আগে। রেজিস্ট্রি হয়েছিল তিন বছর আগে। ফেব্রুয়ারি মাসের তিন তারিখ ছিল বিয়ে। তার আগেই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন চন্দননগরের যুবতী। জানা গিয়েছে, নিখোঁজ মহিলার নাম মানালি ঘোষ (২৫)। তিন বছর ধরে মানালি একটি গয়নার দোকানে সেলস গার্লের কাজ করতেন। যে দোকানে তিনি কাজ করতেন সেটি ছিল চন্দননগর বাগবাজারে জিটি রোডের পাশে। নিখোঁজ যুবতীর পরিবারের দাবি, গত তিনদিন ধরে কর্মস্থলে সমস্যা দেখা দেয়। এমনকী, এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান, মানালিকে দোকানের বাইরেও কান্নাকাটি করতে দেখা যায়। এরপর মঙ্গলবার সকালে কাজে যান যুবতী। চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন বলে তাঁকে লিখিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। মানালি দোকান থেকে বেরিয়ে তাঁর স্বামী সত্যজিৎকে ফোন করেন। চন্দননগর স্ট্যান্ডে গিয়ে কিছুক্ষণ বসেছিলেন। তারপর স্যুইসাইড নোট লিখে মোবাইল চাপা দিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ মারেন। চন্দননগর থানার পুলিশ খবর পেয়ে গঙ্গায় তল্লাশি শুরু করে। নামানো হয় ডুবুরি স্পিডবোট। পুলিশ জানিয়েছে, যেখানে কাজ করতেন সেই দোকান কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে লেখা স্যুইসাইড নোট পাওয়া গিয়েছে। তদন্তে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দোকানে গিয়ে অন্যান্য কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। যে দোকানে কাজ করতেন মানালি সেখানে মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে তাই এই ঘটনা, অভিযোগ মানালীর বাবা মানস ঘোষের। দোকানের মালিক দম্পতি সঞ্জয় ও মমতা দাসকে পুলিশ আটক করেছে। মমতার দাবি, মানালির মাসনিক অবসাদে ভুগছিলেন। যদিও, যুবতীর বাবা ও প্রতিবেশিরা অবশ্য তা মানতে চাননি।

বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্টে মৃত্যু হুগলির অপর্ণা মণ্ডলের

ক্ষতিপূরণের দাবি কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান রেল স্টেশনে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হল চিকিৎসাধীন এক রেল যাত্রীর। মৃতার নাম অপর্ণা মণ্ডল (৬৬)। বাড়ি হুগলির চুঁচুড়ার ২ নম্বর হরিসভা এলাকায়।

গত ১২ অক্টোবর বর্ধমান রেল স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। ট্রেন ধরার তাড়ায় হুড়োহুড়ি শুরু হয় যাত্রীদের মধ্যে। একই সময়ে স্টেশনের ৪, ৬ ও ৭ নম্বর প্ল্যাটফর্মে তিনটি ট্রেন দাঁড়িয়েছিল। ঘোষণায় দেরি হওয়ায় হঠাৎই যাত্রীরা গাদাগাদি ভিড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেন। মুহূর্তের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি, বিশৃঙ্খলা, আর তাতেই ঘটে পদপিষ্টের ঘটনা। সেই ঘটনায় মোট আট জন যাত্রী আহত হন। তাঁদের মধ্যে সাত জনকে এক এক করে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও গুরুতর আহত অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি থাকেন অপর্ণা মণ্ডল। প্রায় আটদিন আইসিইউ-তে জীবন-মৃত্যুর লড়াই চলার পর সোমবার সকালে মৃত্যু হয় তাঁর। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফিরছিলেন অপর্ণাদেবী। ঠিক সেই সময়েই বর্ধমান স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের সিঁড়িতে হুড়োহুড়ির মধ্যে পড়ে গুরুতর জখম হন তিনি। চিকিৎসকদের সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হয়নি তাঁর। এই মৃত্যুর ঘটনায় ফের একবার প্রশ্ন ওঠে রেলস্টেশনে যাত্রী নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো নিয়ে। স্থানীয়রা অভিযোগ করেন। সময় মতো ঘোষণা না হওয়াই এই দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। মৃত্যুর ঘটনার পর স্টেশন ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেয় পূর্ব বর্ধমান জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। জেলা কংগ্রেসের নেতা গৌরব সমাদ্দার বলেন, 'মৃতার পরিবারকে ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, পরিবারের একজনকে চাকরি দিতে হবে এবং স্টেশনের বাইরে ২৪ ঘণ্টা অ্যাম্বুল্যান্স রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, এবং এই ধরণের ঘটনা যাতে আর না হয় সেই বিষয়ে নজর দিতে হবে রেল দপ্তরকে।'

শহিদ স্মরণে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ লাইনে শহিদ স্মৃতি দিবস পালিত হল মঙ্গলবার। একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শহিদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয় শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। এদিনের এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তল, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল, ডিএসপি বিক্রম প্রসাদ-সহ জেলা পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকেরা। সকলের উপস্থিতিতে শহিদদের নাম পাঠ করা হয়। জেলার পুলিশ সুপার সমস্ত শহিদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করেন এবং স্যালুট জানান। উল্লেখ্য, প্রতিবছর ২১ অক্টোবর সারা দেশ জুড়ে পালিত হয় পুলিশ শহিদ স্মৃতি দিবস। এই বিষয়ে জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, 'এই দিনে ১৯৫৯ সালে চিনা সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে শহিদ হয়েছিলেন ১০ জন ভারতীয় পুলিশকর্মী। তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ১৯৬০ সালে সরকারিভাবে এই স্মরণ দিবস পালিত হয়। ২০১২ সাল থেকে জাতীয় স্তরে শুরু হয় এই দিনটির উদযাপন।'

পথদুর্ঘটনায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: দাঁড়িয়ে থাকা লরির পেছনে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল দুই বাইক আরোহীর। কালীপুজোর রাতে ঘটনাটি ঘটে কালনা থানার অন্তর্গত বন্দেবাজ মাঠের পাড়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে শতপটি চেক পোস্টের কাছে। ঘটনার সময় বাইক নিয়ে দুই ব্যক্তি দ্রুত গতিতে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি দাঁড়িয়ে থাকা লরির পিছনে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় দু'জনই। তাঁদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে কালনা হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাতেই মৃত্যু হয় ওই দুই বাইক আরোহীর। মৃতরা হলেন প্রশান্ত বিশ্বাস (৩৪) এবং শঙ্কর ধানুটি (৪৪)। দু'জনেরই বাড়ি বন্দেবাজ মাঝেরপাড়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, কালীপুজো উপলক্ষে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তাঁরা। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

চিকিৎসক ধর্ষণ-কাণ্ডে গোপন জবানবন্দি দুই অভিযুক্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আইকিউসিটিতে চিকিৎসক ছাত্রীর ওপর নির্যাতনের ঘটনায় দু'জনকে গোপন জবানবন্দীর জন্য নিয়ে আসা হল দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে। রবিবার দু'জনকে পুলিশই হেফাজত থেকে জেল হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপরেই সেই দু'জনের গোপন জবানবন্দীর জন্য মঙ্গলবার দুর্গাপুর মহাকুমা আদালতে নিয়ে আসা হল। সেই দু'জনের নাম শেখ রিয়াজউদ্দিন ও সফিক শেখ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১৬৪ যেটা বিএনএসএস-র ১৮৩ ধারায় বিচারকের কাছে গোপন জবানবন্দী দেবে। তারপর ফের তাদের জেল হেপাজতে নিয়ে যাওয়া হবে। বুধবার ফের এই দু'জনকে সহ-আরও চারজন মোট ছ'জনকে দুর্গাপুর মহাকুমা আদালতে পেশ করা হবে।

পাণ্ডুয়ার মণ্ডলাইয়ের 'পথের মায়ের' পুজোয় ভক্তের সমাগম

২০ ভরি সোনা ও ৫০ ভরি রুপোর অলঙ্কারে সজ্জিত মা

বনস্পতি দে

হুগলি: পাণ্ডুয়ার মণ্ডলাইয়ের পথের মায়ের পুজো দেখতে ভিড় জমান ভক্তরা। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, ২০ ভরি সোনা ও ৫০ ভরি রুপোর অলঙ্কারে সাজানো হয় মা'কে। প্রতিমার উচ্চতা ২৪ ফুট। দেবীর কোনও মন্দির নেই। রাস্তায় পাশেই বেদী রয়েছে। বছরের বাকি সময়ে সেখানেই পুজো হয়। আর দীপান্বিতা কালীপুজোর দিন রাস্তার উপরেই বড় মণ্ডপ তৈরি করে পুজো হয় মায়ের।

পথের মা বলেই পরিচিত দেবী। ঠিক কবে পুজো শুরু হয়েছিল? তার কোনও প্রামাণ্য নথি নেই। কথিত রয়েছে, অন্তত ৪০০ বছর আগে এই পুজো শুরু হয়েছিল। এলাকায় বয়স্করা জানাচ্ছেন, পাণ্ডুয়ার মণ্ডলাই এক সময়ে ছিল জনশূন্য। পাশ দিয়ে বয়ে যেত কঙ্ক নামের একটি নদী। সেই নদীর তীরেই ছিল একটি শ্মশান। স্থানীয়দের দাবি, ওই শ্মশান ছিল তন্ত্রসাধকদের পীঠস্থান। তেমনই এক তন্ত্রসাধকের হাতে এই কালীপুজো শুরু হয় বলে জনশ্রুতি রয়েছে। কথিত রয়েছে, তিনি এক রাতের মধ্যে দীর্ঘাঙ্গি কালীমূর্তি তৈরি করে পুজো করতেন। সেই রাতেই বিসর্জন দিতেন। আর সবটাই করতেন লোকচক্ষুর আড়ালে। এক বছর নাকি হঠাৎ এক গৃহী ব্যক্তি ওই তন্ত্রসাধকের এই ক্রিয়াকলাপ দেখে ফেলেন। তারপরে তাঁর হাতেই পুজো সমর্পণ করে কোথাও চলে যান ওই তন্ত্রসাধক। তারপর থেকে ওই গৃহীব্যক্তিই পুজো করতেন। কালক্রমে ওই দেবীমূর্তিকে শ্মশান থেকে এনে রাস্তার ধারে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারপরে একসময়ে এই পুজো চলে যায় বারোয়ারি পুজো কমিটির হাতে। স্থানীয়রা জানান, পথের পাশে এই পুজো হওয়ায় এই দেবী পথের মা নামেই পরিচিত। প্রত্যেক বছর দীপান্বিতা অমাবস্যায় এখানে বড় করে কালীপুজো হয়। প্রতিবছর এখানে পাঁঠা বলি হয়। মানত করা বহু মানুষ দণ্ডি কাটেন। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, অনেক ভক্তই মানত করেন, তাঁরা বুক চিরে রক্ত অর্পণ করে দেবীকে। পুজো কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর নন্দী বলেন, 'আগে শ্মশানকালী রূপে পুজো হতো। কবে থেকে এই রূপে পুজো শুরু তা অনেকের অজানা। এখানে মাকে ২০ ভরি সোনা ও ৫০ ভরি রুপোর অলংকারে সাজানো হয়। এই পুজোয় ছাগ ও ছাঁচি কুমড়ো বলি প্রথা রয়েছে। বিসর্জনের দিন স্থানীয় একটি পুকুরে বিসর্জন করা হয় প্রতিমা।'

মায়ের খড়গ একজনার হাতেই রয়েছে, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়: রচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: এবার হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই খড়্গ মানায়, আর কারও হাতে নয়।' কখনও শ্রীচৈতন্যদেব, কখনও মা সারদা, আবার কখনও নেতাজীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁরই দলের সাংসদ-বিধায়করা তুলনা করেছেন তাঁকে। সম্প্রতি, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে বলতে শোনা যায়, 'পশ্চিমবঙ্গকে সোজা করতে গেলে মায়ের খড়্গ হাতে নিতে হবে।' সাংবাদিকরা রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই নিয়েই প্রশ্ন করলে সাংসদ বলেন, 'মায়ের খড়গ একজনার হাতেই রয়েছে। তিনি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর হাতেই খড়্গ মানায়। আর কারও হাতে মানায় না।' মূলত, মঙ্গলবার হুগলির পান্ডুয়ায় বিভিন্ন কালীপুজোর মণ্ডপ পরিদর্শন করেন হুগলির সাংসদ তথা অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাণ্ডুয়া, গোহাট, মেলাতলা ব্যবসায়ী সমিতির পুজোয় এসে তিনি বলেন, 'প্রত্যেক বছরই আসা হয়, এবারেও এসেছি। সব জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করি। সবারই আশা থাকে আমি যেন সাতটা বিধানসভার মানুষের কাছে যেতে পারি, চেষ্টা করি সকলকে আনন্দ দেওয়ার। যতটা সম্ভব হয় চেষ্টা করি। এখনও পর্যন্ত পাঁচটা ঠাকুর দেখেছি। একজনের পক্ষে সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়। দুর্গাপুজোর সময়ও অনেক জায়গায় গিয়েছি। তবে চেষ্টা করি এবছর যে পাঁচটা এলাম সামনের বছর অন্য পাঁচটায় যাওয়ার চেষ্টা করি, যতটা মানুষকে খুশি করতে পারা যায়। সবাই ভাল থাকুন। সবাই শান্তিতে থাকুক আমার পশ্চিমবাংলা মানুষ এবং হুগলি জেলার মানুষ যেন ভাল থাকে।'

উলুবেড়িয়ায় বিজেপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: উলুবেরিয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এক জুনিয়ার ডাক্তারের ওপর এক অস্থায়ী কনস্টেবলের আক্রমণের প্রতিবাদে ওই নার্সের নিরাপত্তা এবং দোষীর

প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী পেল জাপান, শুভেচ্ছা মোদীর

টোকিও, ২১ অক্টোবর: নারীশক্তির নতুন ইতিহাস জাপানে। প্রথম মহিলা হিসাবে সেদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন সানাই তাকাইচি। মঙ্গলবার জাপান পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেয়েছেন তিনি। জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জাপানের দায়িত্ব সামলাবেন সানাই। জাপানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পরে সানাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। ১০৪তম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন সানাই।

জঙ্গিযোগের সন্দেহে পঞ্জাবে ধৃত দুই

চণ্ডীগড়, ২১ অক্টোবর: জঙ্গিযোগের সন্দেহে পঞ্জাবের অমৃতসর থেকে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অমৃতসর গ্রামীণ পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকেরা যৌথ ভাবে এক অভিযান চালায়। ওই অভিযানেই অমৃতসর সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় মহেকদীপ সিং ওরফে মহেক এবং আদিত্য ওরফে আধিকে। তাঁদের থেকে একটি রকেট-চালিত গ্রেনেডও উদ্ধার করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের সন্দেহ, কোনও জঙ্গি কার্যকলাপের জন্যই ওই অস্ত্রটি মজুত রাখা হয়েছিল।

ওই অভিযানে ধৃতদের বিরুদ্ধে অমৃতসরের ঘরিন্দা থানায় এফআইআর রুজু করা হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আরও অনেকে জড়িত থাকতে পারে বলে সন্দেহ পুলিশর। ওই চক্রের বাকিদেরও খুঁজে বার করার জন্য তদন্ত চালাচ্ছে পঞ্জাব পুলিশ।

মঙ্গলবার পঞ্জাব পুলিশের ডিজি গৌরব যাদব ওই দু'জনের গ্রেপ্তারির কথা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন। একই সঙ্গে তিনি লেখেন, ধৃতদের থেকে একটি রকেট-চালিত গ্রেনেড উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃতেরা দু'জনেই পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। আইএসআই-এর এক

উদ্ধার রকেট-চালিত গ্রেনেড

গুপ্তচরই তাঁদের ওই অস্ত্রটি পাঠিয়েছিলেন বলে সন্দেহ পুলিশের। এ ছাড়া পঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলে বন্দি হরপ্রীত সিং ওরফে ভিকির সঙ্গেও ধৃতদের যোগাযোগ ছিল বলে জানিয়েছেন পঞ্জাব পুলিশের ডিজি।

'সবুজ' দীপাবলির পর দিন ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকল দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর: শীর্ষ আদালতের নির্দেশ ছিল, রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত সবুজ বাজি ফাটানো যাবে। যে কোনও ধরনের শব্দবাজির উপরেও জারি হয়েছিল নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু সে সবের তোয়াক্কা না করেই রাতভর রাজধানীতে চলল দীপাবলি পালন! যার জেরে দীপাবলির পর দিন সকালে 'বিষবাষ্পে' ঢাকল দিল্লির বেশির ভাগ এলাকা।

মঙ্গলবার ভোর থেকে দিল্লির বেশির ভাগ এলাকা ধোঁয়াশার পুরু চাদরে ঢেকে যায়। বায়ুর গুণমান সূচক (একিউআই) নেমে গিয়েছে 'অতি ভয়ানক' পর্যায়ে। সকাল ৭টায় দিল্লির বাতাসের গড় বায়ুর গুণমান দাঁড়ায় ৪৫১-এ, যা জাতীয় গড়ের তুলনায় ১.৮ গুণ বেশি। প্রসঙ্গত, গত বছর দীপাবলির পরে দিল্লির বাতাসের গড় গুণমান ছিল 'খুব খারাপ' পর্যায়ে (৩৫৯)। সেই তুলনমায় এ বছর আরও খারাপ হয়েছে রাজধানীর হাওয়া।

শব্দবাজি, আতসবাজি বিক্রি, মজুত এবং বানানোর উপর আরোপ করা হয়েছিল বিধিনিষেধ। তবে শর্তসাপেক্ষে সবুজ আতসবাজি তৈরি এবং বিক্রির অনুমতি দিয়েছিল দেশের শীর্ষ আদালত। যদিও সে সব নিয়মের তোয়াক্কা করেননি দিল্লিবাসী। সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন সূত্রে জানা গিয়েছে, দীপাবলির রাতে ২৬৯টি জরুরি অভিযোগ পেয়েছে দিল্লি দমকল বিভাগ। গ্রেপ্তার হয়েছেন কয়েকশো মানুষ। তবে কোথাও প্রাণহানি বা বড় ধরনের কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি।

ময়দান

তিন সপ্তাহ পরও ট্রফি পাকিস্তানে, এসিসি প্রধানের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে বিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়া কাপ ফাইনালের পর তিন সপ্তাহ কেটে গেলেও বিতর্কের শেষ নেই। চ্যাম্পিয়ন ভারত এখনও হাতে পায়নি ট্রফি। কারণ, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান এবং পাকিস্তানের মন্ত্রী মহসিন নকভি সেই ট্রফি ফেরত দেননি। ফাইনালে পাকিস্তানকে হারানোর পর পুরস্কার বিতরণী মঞ্চেই বিতর্কের সূত্রপাত। জানা গিয়েছে, সেখানে নকভি প্রকাশ্যে অপমানিত হন এবং এক ভারতীয় কর্মকর্তার সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের সময় 'থাপ্পড়' খান বলেও দাবি উঠেছে। এরপর থেকেই তিনি ট্রফি আটকে রাখেন নিজের কাছে এবং সেটিকে 'চুরি' করে রাখার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

নকভির দাবি, ভারতীয় দলকে ট্রফি নিতে হলে তা নিতে হবে তাঁর হাত থেকে, তাও আবার বিশেষ অনুষ্ঠান করে। কিন্তু বিসিসিআই এই প্রস্তাবে সরাসরি অস্বীকৃতি জানিয়েছে। বোর্ডের মতে, ভরা মঞ্চে যেখানে তারা পাকিস্তানি মন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার নিতে রাজি হয়নি, সেখানে আলাদা করে কোনও অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে নিজেদের প্রাপ্য ট্রফি ফিরে পেতেই বিসিসিআই এখন আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ শুরু করেছে।

বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়ার নেতৃত্বে বিসিসিআই ইতিমধ্যেই এসিসি প্রধান নকভিকে আনুষ্ঠানিক ইমেল পাঠিয়েছে। সেই ইমেলে জানানো হয়েছে, দ্রুত ভারতের হাতে ট্রফি হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হোক। সইকিয়া সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, তাঁরা নকভির উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছেন। যদি তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া না দেন, তা হলে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) দ্বারস্থ হবে ভারতীয় বোর্ড।

সূত্রের খবর, নভেম্বরে আইসিসির বৈঠকের আগেই যদি ট্রফি না-ফেরত আসে, তাহলে বিসিসিআই সেখানে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানাবে। শুধু তাই নয়, নকভিকে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান পদ থেকে অপসারণের দাবি তোলারও প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত। জানা গিয়েছে, বর্তমানে ট্রফিটি এসিসির অফিসে তালাবদ্ধ করে রেখেছেন নকভি এবং নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ ট্রফিতে হাত না দেয়।

এখন দেখার বিষয়, বিসিসিআইয়ের ইমেলের পর নকভি কী পদক্ষেপ নেন। ট্রফি কি ফেরত আসবে ভারতের হাতে, নাকি এই বিতর্ক আরও জটিল রূপ নেবে, সেদিকেই এখন তাকিয়ে ক্রিকেটবিশ্ব।

প্রায় তিন মাস পরে ভারতীয় দলে ঋষভ পন্থ! দলে বাংলার অভিমন্যু-আকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজের আগে বড় খবর, ভারতীয় দলে ফেরার পথ প্রায় খুলে গেল ঋষভ পন্থের জন্য। দীর্ঘ চোটের পর ফের ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন করছেন তিনি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টে মারাত্মক চোট পাওয়ার পর থেকে মাঠের বাইরে ছিলেন পন্থ। অবশেষে তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ'-র বিরুদ্ধে ভারত 'এ' দলের অধিনায়ক করা হয়েছে। এই দলে রয়েছেন বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরন ও আকাশদীপ, তবে চমক হিসেবে বাদ পড়েছেন মহম্মদ শামি।

বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে হবে দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' ও ভারত 'এ'-র মধ্যে দুটি চার দিনের ম্যাচ। প্রথম ম্যাচ শুরু ৩০ অক্টোবর, দ্বিতীয়টি ৬ নভেম্বর। এই সিরিজেই নির্বাচকরা ঘরোয়া পারফরম্যান্স বিচার করে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট দলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। তার পরেই শুরু হবে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ, প্রথমটি কলকাতার ইডেনে, দ্বিতীয়টি গুয়াহাটিতে। তাই এই 'এ' সিরিজকে বলা যায় মূল দলের প্রস্তুতি মঞ্চ।

পন্থ ২৭ জুলাই শেষবার মাঠে নেমেছিলেন। প্রায় তিন মাস বা ৯৫ দিন পর তাঁকে আবার খেলতে দেখা যাবে। দুই ম্যাচেই তাঁর সহ-অধিনায়ক সাই সুদর্শন। দ্বিতীয় ম্যাচের দলে থাকছেন লোকেশ রাহুল, ধ্রুব জুরেল, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ও মহম্মদ সিরাজ। বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরন ও আকাশদীপকেও দ্বিতীয় ম্যাচের দলে রাখা হয়েছে। প্রথম ম্যাচে সুযোগ পাচ্ছেন অংশুল কম্বোজ, মানব সুথারদের মতো তরুণরা।

এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি শুরু সুলঞ্জনাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের অনুর্ধ্ব -২০ মহিলা ফুটবল দল দু'টি বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলার উদ্দেশ্যে কাজাখস্তান রওনা দেবে। সেখানে শেইমকেন্টে কাজাখস্তানের অনুর্ধ্ব -১৯ দলের মুখোমুখি হবে। দুটি খেলা রয়েছে ২৫ ও ২৮ অক্টোবর।

এএফসি অনুর্ধ্ব ২০ মহিলা এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি হিসেবে এই দুটি ম্যাচ খেলবে ভারত। পরের বছর এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়ান কাপ। ইয়ং টাইগ্রেসরা বেঙ্গালুরুর পাড়ুকোন-দ্রাবিড় সেন্টার ফর স্পোর্টস এক্সেলেন্সে জাতীয় শিবির করছে। আগামী ২৩ অক্টোবর কাজখস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হবে দল। দল যাওয়ার আগে হেড কোচ জোয়াকিম অ্যালেকজান্ডারসন ২৩ সদস্যের দল ঘোষণা করবে। দীর্ঘ ২০ বছর পর ভারতের অনুর্ধ্ব ২০ দল এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করেছে।

TENDER NOTICE

E-Tender are invited by the Prodhan Bhabta-II Gram Panchayat, Murshidabad vide tender NIT No:- 05/ BH-II/ APAS/ 25-26, Memo No :- 192/ BH-II/ 25-26, dt:- 17.10.25. Bid Opening dt- 20.10.25 at 11.00 Hours. For more details please visit

https: //wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Bhabta-II Gram Panchayat,
Murshidabad

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

CORRIGENDUM

NIT No: : 44/PM/PWD (PMAY INFRA 2018-19) / 2025-26, Dated: 25/09/2025. Tender ID: 2025_MAD_913990_4, 2025_MAD_913990_5 and 2025_MAD_913990_17

Tender submission closing date **11/11/2025 at 12:00 hrs.** For details visit : **www.wbtenders.gov.in**, website: **www.pujalimunicipality.in**, office Notice Board.

Sd/- **Tapas Biswas**
Chairperson
Pujali Municipality

OFFICE OF THE SAINTHIA MUNICIPALITY
P.O.:- SAINTHIA,DIST.:- BIRBHUM
NOTICE INVITING TENDER NO-
e-NIT NO: WBMAD/SM/Engg.Sec/ APAS/09 of 2025-26

The Chairman of Sainthia Municipality invited tenders for the work of - Construction of C.C Road, Upgradation with Paver Block different wards under Sainthia Municipality.

Tenders Submission closing date:- 1) 07.11.2025 at 11.00 A.M

For further details please contact the mentioned office.

Sd/- **Chairman**
Sainthia Municipality
Sainthia,Birbhum

TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited for Planning, Sanction, Monitoring & upto CC works of (G+4) MIG building of Bodhodaya CHSL, Plot No. BA-29 (334.5 Sq.M), AA-1, New Town, Kolkata, to be submitted within Seven days from the date of advertisement to Post **Box No: T-2210/25-26 of EKDIN PATRIKA, Narasingha Broadcasting Pvt. Ltd.1, Old Court, House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room no 306(S) Kolkata-700001.** The Selection process is the discretionary part of the society.

Chairman,
Bodhodaya Co-operative Housing Society Ltd.

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য রেলওয়ের এবং সরকার/সরকার অধিগৃহীত সংস্থার সংশ্লিষ্ট বিভাগের তালিকাভুক্ত স্বনামধন্য অনুমোদিত এবং যোগ্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্র.নং-১। টেন্ডার নম্বর ঃ এইএনশপ-এডিএম আইএনজিএফ-২৫-২৬, তারিখ ঃ ১৭.১০.২০২৫। কাজের নাম ঃ** লিলুয়া ওয়ার্কশপের প্রাশসনিক ভবন (প্রথম তল) ডব্লুপিও অফিস সেকশন, পিই চেম্বার, এপিও চেম্বার, এডব্লুও চেম্বার, দুটি এডব্লুএম চেম্বার, টাইম অফিস, পিসিও ও আরএফ সেকশনের সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ ও সংস্কারের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২,৬৭,৬১,৩২৫.০২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৮৩,৮০০ টাকা। **ক্র.নং-২। টেন্ডার নম্বরঃ এইএন-শপডব্লুএসএ-২৫-২৬-এলএলএইচ-আর-১, তারিখ ঃ ১৭.১০.২০২৫। কাজের নাম ঃ** সিডব্লুএম/ লিলুয়া ওয়ার্কশপের অধীনে লিলুয়াতে স্পোর্টস গ্যালারি এবং স্পোর্টস অফিসার চেম্বার ইত্যাদি সহ ওয়ার্কশপ স্পোর্টস গ্রাউন্ডের উন্নতিসাধন ও স্পোর্টস অ্যাসেসিয়েশন বিল্ডিং (দ্বিতল) নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১,৩৯,৪৫,৩৫৫.০৭ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,১৯,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ২৭০ দিন (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডারের বস্তারিত বিবরণ এবং সংশোধনী (যদি থাকে) ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের অনলাইনে উপরিউক্ত ওয়েবসাইটে তাঁদের প্রস্তাব জমা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। (MISC-241/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং ইলেক্ট-ওটি-২৫-২৬-এসপিপি২-২৯, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি)/সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিসন কর্তৃক ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত বিশদ অনুসারে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সম্মানীয় টেন্ডারদাতাগণকে কেবলমাত্র অনলাইনে, **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে আবেদন করতে বলা হচ্ছে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে কোনও অফলাইন টেন্ডার গৃহীত হবে না। আপলোড করা টেন্ডারের নথি অংশে বিশদ টেন্ডার যত্ন সহকারে পড়ুন। **কাজের নাম ঃ** সাঁতরাগাছি ঃ সাঁতরাগাছির অধিক্ষেত্রে সৌরবিদ্যুৎ প্ল্যান্ট সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং গড়ে তোলার কাজ (পর্যায়-২)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৪,৯৭,০৭,৭৭৮.৫৭ টাকা, **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৮,৯৮,৫০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.১১.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **(PR-750)**

DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
Diamond Harbour, 24-Pgs(S), WB: 743331
E-TENDER

Chairman, Diamond Harbour Municipality, South 24 Pgs. Invites e-Tender for execution of eighteen nos works from outside bonafide and resourceful agencies/ contractors vide **e-N.I.T.No- WBMAD/ULB/DHM/APAS/ NIT-12/357(e)/2025-26 Memo No.-K-12(Tender)/A-444/DHM Dated-17.10.2025** having **Tender ID: 2025_MAD_930147_1, 2, 3, 4 .....42.** Bid Submission End Date: **14/11/2025 up to 16.00 hrs.** For details information refer to website: **http//wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/876/25-26 Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation Work of Covered Drain From H/O Mantu Mandal to H/O Buddhiswar Mandal in Ward No.-03 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-37, (Proposal Serial No.-03), Within 151 Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 4,13,174.30
WBMAD/ULB/ RSM/879/25-26 Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation Work of Surface Drain from H/O Durga Das to H/O Badal Sardar in Ward No.-03 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S.,Booth No.-131, (Proposal Serial No.-04), Within 151 Sonarpur Uttar A.C. Length :- 73 M.	Rs. 1,72,273.98
WBMAD/ULB/ RSM/880/25-26 Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road with Drain from H/O Basu Sarder to H/O Goutam Halder in Ward No.-03 under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S., Booth No.-131, (Proposal Serial No.-2) Within 151, Sonarpur Uttar A.C.	Rs. 3,51,455.69
WBMAD/ULB/ RSM/881/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of C. C. Road from H/O Bapi Mondal to H/O Ramjan Mondal (Proposed Sl. No.- 6) at Booth No.- 252 of Ward No.- 32 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 3,84,920.13

Bid Submission end date: **11.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/865/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of Bituminous Road From Gouranga Mukherjee's House To Rishi Mukherjee's House At Nath Para K.M.R.C. Road In Ward No- 25 Under Rajpur-sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 114, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,48,821.00
WBMAD/ULB/ RSM/866/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of concrete road from Bapi's Shop to Bishnu Baidya's house at K.M.R.C road Baidya's Lane in Ward no-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-114(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,65,362.00
WBMAD/ULB/ RSM/867/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of concrete road from Sushil Pal's house to Sukumar Pramanik's house at K.M.R.C road in Ward no-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-114(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,76,794.00
WBMAD/ULB/ RSM/868/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of concrete road from Laltu Sardar's House to Pranati Banerjee's House at K.M.R.C road in Ward no-25, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-114(Proposal Serial No-4) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,89,490.00

Bid Submission end date: **12.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/893/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of concrete road from H/O Sanjay Chowdhury towards H/O Bappy Kanungo and from H/O Raja Bose towards H/O Sankar Mondal at K.G Banerjee Road Bye Lane in Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-198 (Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,92,805.00
WBMAD/ULB/ RSM/894/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of concrete road from H/O Biplab Das towards Joykali Club & H/O Samir Dey towards H/O Pappu Sharma at K.G Banerjee Road Bye Lane in Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-198 (Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,76,978.00
WBMAD/ULB/ RSM/895/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of concrete road from H/O Sushil Addya towards H/O Surojit Ghosh at Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-198 (Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,72,221.00
WBMAD/ULB/ RSM/896/25-26 Dated 18.10.2025	Renovation of Satkari Banga F.P School at Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-198, (Proposal Serial No-4) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,38,396.00
WBMAD/ULB/ RSM/897/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of drain from M.N Roy road Sahapur connecting to T.G Road connecting at Ward no-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 154, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 4,33,083.00
WBMAD/ULB/ RSM/898/25-26 Dated 18.10.2025	Making of R.C.C Slab from Shyam Sundor house to Guru Charan link at Ward No-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. (Project Name-A.P.A.S, Poling Station No-154, Proposal Sl No-2, Within 147, Sonarpur Dakshin	Rs. 1,84,332.00
WBMAD/ULB/ RSM/899/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of concrete road from Nabin Chand Ghosh street link to Dilip Das house near Sunrise Club at Ward no-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-154(Proposal Serial No-3) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,29,407.00
WBMAD/ULB/ RSM/900/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of WBM road from Mana Dir house to M.N Roy road at Ward No- 18 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 154, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,31,313.00
WBMAD/ULB/ RSM/901/25-26 Dated 18.10.2025	Repair and Upgradation work of Brick Pavement Road from Samir Paik to Samar Majhi at Fulor Hat in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 28 (Proposal Serial No - 01), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,32,366.00
WBMAD/ULB/ RSM/902/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of concrete road from Malati Biswas house towards Jagannath Babu & Kousik Acharya to Meghnath Ghoshal house in Ward no-23, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-170(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C	Rs. 2,46,205.00
WBMAD/ULB/ RSM/903/25-26 Dated 18.10.2025	Repair and Upgradation work of Brick Pavement Road from Ashim Baul to Anandamoyee Sarkar at Ahmedkar Nagar in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 28 (Proposul Serial No - 04), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,52,490.00
WBMAD/ULB/ RSM/904/25-26 Dated 18.10.2025	Repair and Upgradation work of Drain from Biswanath Dutta to Nripendra Narayan Halder at Bidyasagar Pally in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 28 (Proposal Serial No - 05), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 4,04,901.00
WBMAD/ULB/ RSM/905/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of surface drain near Netaji Sangha Club to h/o Kalyani Chakraborty at Ward no-20, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 144, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,59,932.00
WBMAD/ULB/ RSM/906/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of Concrete Road from Gopal Mondal House to Orang House in Ward no-20, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-144(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,81,187.00
WBMAD/ULB/ RSM/908/25-26 Dated 18.10.2025	Repair and Upgradation Work of Surface Drain from H/O Bijoy Pal to H/O Bipul Shil via H/O Jayanta Ghosh at Viveknagar in Ward No. - 02 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-119, (Proposal Serial No.-01), Within 151 Sonarpur Uttar A.C. Length :- 190 M.	Rs. 4,71,163.00

Bid Submission end date: **13.11.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/926/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of C. C. Road & Drain from Paschim Nischintapur Purbapara 1 Muri Company to H/O Akram Mondal (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 212 of Ward No.- 33 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 2,26, 661.00
WBMAD/ULB/ RSM/928/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of Concrete Road from H/O Kochi Buro to H/O Dipali Naskar (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 144 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 366,444.46
WBMAD/ULB/ RSM/929/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of C. C. Road from H/O Brajobala Bhowmick to H/O Botu Mondal (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 144 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar	Rs. 2,24,563.25
WBMAD/ULB/ RSM/930/25-26 Dated 18.10.2025	Upgradation of Surface Drain from Mazjid to H/O Bhombol Sardar (Khudiram Sarani) (Proposed Sl. No.- 3) at Booth No.- 144 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 3,87,855.74
WBMAD/ULB/ RSM/931/25-26 Dated 18.10.2025	Repair &Upgradation Work of Concrete Road from H/O Dali Sardar to H/O NiranjanGayen at SukantaSarani in Ward No. - 10 under Rajpur-SonarpurMunicipality,Project Name-A.P.A.S. Booth No.-47, (Proposal Serial No.-01) Within 147, SonarpurDakshin A.C.	Rs. 1,68,089.31
WBMAD/ULB/ RSM/932/25-26 Dated 18.10.2025	Repair &Upgradation Work of Concrete Road from H/O BapiDhar to H/O Iti Das at Srijan Pally in Ward No.-10 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S. Booth No.-47, (Proposal Serial No.-03)Within 147, SonarpurDakshin A.C.	Rs. 1, 40,414.02
WBMAD/ULB/ RSM/933/25-26 Dated 18.10.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from H/O Amitabha Murari to H/O Dipak Chatterjee at Akayatan in Ward No. - 10 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S. Booth No.-47,(Proposal Serial No.-08)Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,00,174.89

Bid Submission end date: **18.11.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice

Sl. No.	Name of work	NIT No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1.	CONSTRUCTION OF FOOTPATHS OF BIBHUTI MITRA LANE AT WARD NO - 03 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER APAS SCHEME.	WBMAD/BM/16e/2025-26 Memo. No.: 607/PWD Dated: 17.10.2025	21.10.2025 at 11.00AM	12.11.2025 at 11.55AM
2.	NEW SURFACE DRAIN FROM RABI CHOWDHURI HOUSE TO BIPLOB SAHA AT BELEDANGA PARA OF WARD NO - 4 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPLAITY UNDER APAS SCHEME. GROUP-A	WBMAD/BM/17e/2025-26 Memo. No.: 608/PWD Dated: 17.10.2025		
3.	RENOVATION AND DRAIN COVER AT LIBARY PARA FROM LAXMAN HALDAER HOUSE TO DIPAK PAL HOUSE OF WARD NO 4. GROUP-B			
4.	CONSTRUCTION OF FANCING BESIDE KALIMONDIR AT STATIONPARA OF WARD NO - 04 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER AMADER PARA AMADER SAMADHAN SCHEMA. GROUP-C			
5

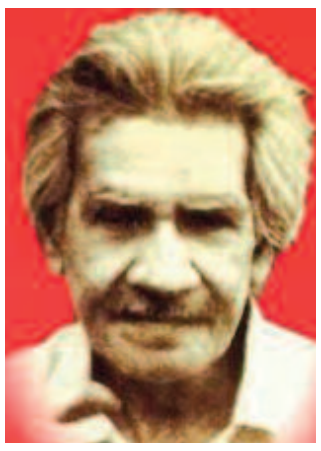

একদিন
ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ২২ অক্টোবর ২০২৫ • পেজ ৮

ভ্রমণ কথায় ‘মরু ও মঞ্জরী’

উজবেকিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়নের এক খ্যাতিমান অঙ্গরাজ্য। এই প্রজন্ম সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ে রাশিয়াকে চেনে অধিক। রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতার সাথে পাঠকের পরিচয় ঘটিয়েছেন ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘রাশিয়ার চিঠি’তে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মস্কোতে কয়েকদিন’ও রাশিয়া-কথায় পুষ্ট। আবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পায়ের তলায় সর্ষে’ (দ্বিতীয় খন্ড) রাশিয়া ভ্রমণের তৃষ্ণা পাঠক হৃদয়কে প্লাবিত করে পরিতৃপ্তির প্লাবনে। কিন্তু যিনি ‘মরু ও মঞ্জরী’ পাঠের সৌভাগ্য লাভ করেছেন তিনিই একমাত্র জানেন ননী ভৌমিকের দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ। লোকায়ত সমাজে বহুল প্রচলিত কথা ‘জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা’। অতীতে ‘জনযুদ্ধ’ ও ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সংবাদ সংগ্রহে নিরন্তর মেলা-মেশায় যেমন আমজনতার সান্নিধ্যলাভ করেন, তেমনই লাভ করেন অপার অভিজ্ঞতা। মস্কোবাসের দশ বছর পর পরিণতমনা ননী ভৌমিক এখন অভিজ্ঞ। সে অভিজ্ঞতার নিপুন বয়নেই ‘মরু ও মঞ্জরী’র শিল্পসাফল্য। ননী ভৌমিকের সমগ্র মৌলিক সাহিত্যের পরিসরে গ্রন্থটির স্থান অত্যুচ্চে।

সঞ্জয়কুমার দাস

ননী ভৌমিকের একমাত্র ভ্রমণগ্রন্থ ‘মরু ও মঞ্জরী’(১৯৬৯)। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় মস্কোর প্রগতি প্রকাশন থেকে। ‘মরু ও মঞ্জরী’ প্রকাশে বাঙালি শ্লাঘা অনুভব করেন, কারণ এটিই একমাত্র বাংলা মৌলিক গ্রন্থ যেটি রাশিয়া থেকে প্রকাশিত তখনও পর্যন্ত। সহকর্মী অরুণ সোম মহাশয়ের কথার, ‘লেখক কর্মসূত্রে এদেশে এসে সেখানে বসবাস করার সুবাদে নতুন সমাজ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা লিখেছেন, আবার এ বই প্রকাশিতও হয়েছে সেই বিদেশ থেকেই - বাংলা ভাষায়, যা এর আগে কখনও হয়নি, পরে ত নয়ই।’৩৬ সম্মানীয় অরুণবাবুর মন্তব্যে যদিও বিদেশের নামোল্লেখ নেই, তথাপি বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নেরই কথা বলতে চেয়েছেন। কেননা হালে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে এদেশীয় বহু লেখকের বহু বাংলা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে সুদূর মস্কো থেকেই রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে প্রকাশিত ‘সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ’ নামক বাংলা গ্রন্থ প্রকাশের সংবাদে দ্বিধা জাগলেও তা অচিরেই দূর হয়। কেননা গ্রন্থটি অনুবাদজাতীয়। অনুবাদক ননীবাবুরই সহকর্মী শুভময় ঘোষ রবীন্দ্র রচনাবলিসহ আরও বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেখান থেকে, কিন্তু সবই অনুবাদে। তাই ‘মরু ও মঞ্জরী’ সে অভিধায় অদ্বিতীয়।

মস্কোর প্রগতি প্রকাশন থেকে প্রকাশকালে ‘মরু ও মঞ্জরী’র পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১০০। প্রকাশনের ফটোগ্রাফার ড. পোজ্ দ্ নবের তোলা কিছু ছবি দিয়ে সুসজ্জিত গ্রন্থটির প্রগতি সংস্করণ নাগালের বাইরে। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম প্রকাশের দ্যুতিতে আলোচনাবিশ্বকে রাঙিয়ে নেওয়ার সুযোগরহিত পাঠককুল। অগত্যাই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে অবলম্বন ‘মরু ও মঞ্জরী’র গল্পসরণি সংস্করণ। বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৭। অরুণ সোম মহাশয়ের ভূমিকায় গ্রন্থটি অনবদ্য। গ্রন্থটিতে রয়েছে ননী ভৌমিকের আবক্ষ প্রতিকৃতি। প্রচ্ছদে দৃশ্যমান বালি ঢিপি ও তুলোর সজ্জা অপরূপ রূপলাবণ্যে পাঠকের নয়নাভিরাম স্বরূপ। কিন্তু চিরঞ্জয় চক্রবর্তী মহাশয় প্রগতি সংস্করণে প্রকাশিত যে ছবির কথা উল্লেখ করেছেন তা বর্তমান সংস্করণে নেই। ২০১২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত ‘কথারূপ ননী ভৌমিক সংখ্যা দুই’-এ ‘মরু ও মঞ্জরী’ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেখানেও চক্রবর্তী মহাশয় কথিত ছবি অনুপস্থিত। ‘মস্কোর চিঠি’ পর্বে যে আক্ষেপ ছিল গ্রন্থে প্রকাশিত ছবিকে কেন্দ্র করে তা এ পর্বেও রয়ে গেল। অবশ্য ‘মস্কোর চিঠি’ লেখনকালের মাঝেই ‘মরু ও মঞ্জরী’র অভিজ্ঞতা ননী ভৌমিক সঞ্চয় করেছেন। মূলত সে কারণেই দু’একটি ছবি সেদিন সাপ্তাহিক ‘দেশে’র পৃষ্ঠায় উঁকি দিয়েছিল বৈকী। ‘মস্কোর চিঠি’র চতুর্থ কিস্তিতেই তার দৃষ্টান্ত মেলে। চিঠিটির প্রথম পৃষ্ঠার নিম্ন-দক্ষিণ কোণে প্রকাশিত ছবিটির পরিচয়-জ্ঞাপক বাক্য ‘উজবেক রিপাবলিকের অন্তর্গত - পঞ্চদশ শতাব্দীর ভাস্কর্যের নিদর্শন কল্যাণ মিনারখ।’ দ্বিতীয় পৃষ্ঠার উচ্চ-বাম কোণে ‘উজবেক পাবলিকের প্রেসিডেন্ট ইয়াদগার নাসরিদ্দিনোভা’ তৃতীয় পৃষ্ঠায় উচ্চ-দক্ষিণ কোণে ‘বিবি খানম্ মসজিদের (১৩৯৯-১৪০৪) ধ্বংসাবশেষ’ ,এর ছবি প্রকাশিত। চিঠির ষষ্ঠ কিস্তিতে উজেকিস্তান কথা। সেখানেও তিনটি ছবি প্রকাশিত। প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম ছবিটি শিরোনামহীন। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথমার্ধে ‘মে-দিবসের আনন্দোৎসবে অংশগ্রহণকারী শ্রমজীবী জনতার নৃত্যরত একটি অংশ’-এর ছবি এবং তৃতীয় পৃষ্ঠায় ‘তাসখন্দে উজবেক কবি নাভয়ির স্মৃতিস্তম্ভ’-এর ছবি। হয়তো এসকল ছবি কিংবা ননীবাবুদের সফরসঙ্গী ফোটোগ্রাফারের তোলা ছবি, যার কথা ননীবাবু লিখেছেন ‘মরু ও মঞ্জরী’র কথকতায়। এসকল সাধারণ কথা স্মরণে রেখে এবারে অনুসন্ধান করে নেওয়া দরকার ‘মরু ও মঞ্জরী’র সাহিত্য প্রকরণ।

‘মরু ও মঞ্জুরী’ সাহিত্য প্রকাশন সম্পর্কে বন্ধু কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ‘ননী ভৌমিক’ শীর্ষকে তাঁর উল্লিখন, ‘এ তো আর ছোটগল্প সমষ্টি কিংবা উপন্যাস ছিল না, ছিল তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে লেখা আরেকখানি দীর্ঘ রিপোর্টাজ মাত্র’ আবার গল্পসরণি প্রকাশকের কথায় তা ভ্রমণ বৃত্তান্ত, কথারূপ মুদ্রণে এটিকে বলা হয়েছে ভ্রমণকাহিনী। ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা ভ্রমণ কাহিনী যাই বলে গ্রন্থটিকে আখ্যায়িত করা হোক না কেন গ্রন্থটি যে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ তা বলাইবাহুল্য। আমরা বরং ‘মরু ও মঞ্জরী’কে ভ্রমণ সাহিত্য সম্ভাষণ করতেই আগ্রহী।

বাংলা অভিধানে ‘ভ্রমণ’ শব্দের অর্থ ঘুরে বেড়ানো। সং ভ্রম ধাতুর উত্তরে অনট প্রত্যয়ের সন্ধিতে ভ্রমণের প্রতীতি। ভ্রমণ তাই সততই সুখানুভূতির বার্তাবাহক। কিন্তু ভ্রমেই লুকায়িত ভ্রান্তির অবসাদ। ভ্রমের অবসাদ কাটিয়ে সুখ ভ্রমণ পরিণতকরণে কম কাঠ-খড় পোড়াতে হয়নি বাঙালিকে। রবীন্দ্র সমসাময়িক খ্যাতিমান কবি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছেন ‘আমার এই দেশেতে জন্ম - যেন এই দেশেতে মরি’। কিংবা ‘বনলতা সেনে’র কবি জীবনানন্দ দাশের অভীপ্সা ‘বাংলার রূপ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ/ খুঁজিতে যাই না আর’ কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘরকুনো বাঙালির স্বভাব বৈশিষ্ট্য পরখ করে ‘আরব বেদুইন’ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন ‘দুরন্ত আশা’য়। ঘরকুনো বাঙালিকে ব্যঙ্গের কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ও, বীরবলী ঢঙে। স্বভাবতই তিনি লিখেছেন ‘তোমরা বিদেশে ছুটে বেড়াও, আমরা ঘরে শুয়ে থাকি। আমাদের সমাজ স্থাবর তোমাদের সমাজ জঙ্গম।... তোমরা চাও দুনিয়াকে জয় করবার বল, আমরা চাই দুনিয়াকে ফাঁকি দেবার ছল। তোমাদের লক্ষ্য আরাম, আমাদের লক্ষ্য বিরাম। তোমাদের নীতির শেষকথা শ্রম, আমাদের আশ্রম।’ কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অবস্থান একেবারে বিপরীত মেরুতে, তাঁর সাফ জবাব ‘আমি যাব না, যাব না, যাব না ঘরে/ বাহির করেছে পাগল মোরে।’ নেতাজির সমসাময়িক কবি পরাধীনতার গ্লানি মুছে ফেলতে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন ‘থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে দেখব এবার জগৎটাকে’ কী রবীন্দ্রনাথ, কী দ্বিজেন্দ্রলাল, কী বীরবল, কী নেতাজি, কী নজরুল-প্রত্যেকেরই দর্শন স্বতন্ত্র।

তবু বাইরের অমোঘ আকর্ষন ভ্রমণপিপাসু বাঙালিকে ঘরে বন্দি করে রাখতে পারেনি। পারেনি বলেই অক্ষর সাধক ভ্রমণকারীর গল্পকথায় পরিপুষ্টি হয়েছে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের। একদা অন্নদাশঙ্কর রায় এমন সাহিত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন ‘ভ্রমণ কাহিনী কি প্রবন্ধের ঘরের পিসি, না কথাসাহিত্যের ঘরের মাসি? না একাধারে দুইই।’ ভ্রমণ সাহিত্য একাধারে দুইই। তাতে যেমন থাকে প্রকৃষ্ট বন্ধন, তেমনি থাকে গাল্পিক কথকতা। অবশ্য তাতে আগাগোড়া প্রবন্ধের আপাত শুষ্ক কচ্ কচানি যেমন থাকে না, তেমনই থাকে না বৃত্ত পরম্পরা নির্ভর পরিণতি। বরং উভয়ের মিশ্রণে সাহিত্যিক এমন রমণীয়তায় প্রকরণটির রূপদান করেন যা পাঠককে মোহিত করে। সঙ্গত কারণেই একালের খ্যাতনামা অধ্যাপক তথা সাহিত্য-সমালোচক স্বপনকুমার মন্ডল মহাশয়ের অভিব্যক্তি ‘ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যখন সাহিত্যের আধারে পরিবেশিত হয়ে পাঠকের দরবারে হাজির হয়, তখন তার মধ্যে শুধু ভ্রমণ বৃত্তান্ত উঠে আসে না, সাহিত্যেরই একটি ধারা সৃষ্টি করে।’

এমন ভ্রমণ সাহিত্যের সাথে বাঙালি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠার সলতে পাকানোতে স্বভাবতই নাম উঠে আসে বিজয়রাম সেনের। বাংলা সাহিত্যের প্রকরণগত আলোচনায় বিদেশি সাহিত্যকে শিরোমণিরূপে অভিষিক্তের রেওয়াজ বহুদিনের। কিন্তু ভ্রমণকাহিনির বিষয়টি স্বতন্ত্র। বিজয়রাম সেন বিশারদ প্রণীত ‘তীর্থমঙ্গল’-এর ভূমিকাংশে তাঁর স্পষ্ট বিবৃতি ‘এখনকার ইংরেজি শিক্ষিত জনসাধারণের বিশ্বাস যে ইংরেজি ভ্রমণকাহিনী ট্রেল্থড্রন্তু) পাঠ করিয়া তাহারই আদর্শে বাঙ্গালায় ভ্রমণকাহিনী লিখিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, তাঁহাদের এই বিশ্বাস অমূলক।’ একথা ঠিক, ‘তীর্থমঙ্গল’ পদ্য আঙ্গিকে রচিত। বাংলা গদ্যের জন্ম ইতিহাস স্মরণে রাখলে ‘তীর্থমঙ্গল’-এর পদ্য আঙ্গিক নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। সেই হিসেবে বাংলা গদ্য ভ্রমণ সাহিত্যের হাতে খড়ি বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের কলমে। তাঁর ‘কালনা থেকে রংপুর’(১৮৪০)ই সে পথের দিশারী। তবে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-১৮৮৯) ‘পালামৌ’(১২৮৭-৮৯/বঙ্গদর্শন পত্রিকা) বাংলা ভ্রমণসাহিত্যের ধ্রুপদী সংযোজন। ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পালামৌ না গেলেও তাঁর রচিত ‘পালামৌ’ বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের মাইলস্টোন। প্রথমাবধি বাঙালির তীর্থভ্রমণ পিপাসা ক্রমে আনন্দভ্রমণে বদলে যেতেই বাংলা সাহিত্য উপহার পেয়েছে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘হিমালয় ভ্রমণ’, জলধর সেনের ‘হিমালয়’(১৯০০), প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস যাত্রা’(১৯৩৪), প্রবোধকুমার সান্যালের ‘মহাপ্রস্থানের পথে’(১৯৩৪), কালকূটের ‘অমৃত কুম্ভের সন্ধানে’(১৯৫৪) প্রভৃতি। কিন্তু তীর্থ ভ্রমণের পথ ছেড়ে শুধুমাত্র দেশ-দেশান্তরে বহুমাত্রিক স্বাদ আস্বাদনের অভিলাষে পরিভ্রমণকারী কলম প্রসবিত ভ্রমণ সাহিত্যের তালিকায় দেখা মিলবে স্বামী বিবেকানন্দের ‘পরিব্রাজক’, প্রবোধকুমার সান্যালের ‘পথে প্রবাসে’(১৯২৭), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘ইউরোপ’(১৯৩৮), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অভিযাত্রিক’(১৯৪১), সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘দেশে-বিদেশে’(১৯৪৯), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মস্কোতে কয়েকদিন’(১৯৫৯), নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের’ দেশ দেশান্তে’(১৯৬১), উর্মিলা চট্টোপাধ্যায়ের ‘মস্কোর দিনগুলি’(২০০৭), বিপ্লব মাজীর ‘মস্কো স্মৃতি’ (২০১৯)-র নাম উল্লেখযোগ্য।

সঙ্গত কারণেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায়কে আখ্যায়িত করেন ‘ভারত পথিক’ শিরোভূষণে। স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজকত্বের সাথে অল্প বিস্তর সকলেরই পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যতখানি ভ্রামণিক ততখানি তাঁর কলমে ভ্রমণ সাহিত্যের অপরাপর রচিত হয়নি। তবু ‘য়ূরোপ প্রবাসীর পত্র’(১৮৮১), ‘য়ূরোপ-যাত্রীর ডায়রী’(১৮৯১), ‘জাপানযাত্রী’ (১৯১৯), ‘রাশিয়ার চিঠি’ (১৯৩১), ‘পারস্যদ (১৯৩৬), ‘পথের সঞ্চয়’(১৯৩৯) প্রভৃতির সাথে পরিচয় হয়েছে বাঙালির। একদিন ‘উৎসর্গে’র গতি-প্রকৃতিতে তিনি ঈপ্সা প্রকাশ করেছিলেন, ‘আমি চঞ্চল হে,/ আমি সুদূরের পিয়াসি’। তিনিই আবার লিখেছেন, ত্বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে/ বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে/ দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।/ দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া/ ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া/ একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু।’

-অর্থাৎ ভ্রমণ দূরত্বের মাপকাঠিতে সীমায়িত নয়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য ‘মরু ও মঞ্জরী’ দূরত্বের পরাকাষ্ঠায় প্রকৃতই সুদূর। বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের এমন সমৃদ্ধির সরণিতে ‘মরু ও মঞ্জরী’র অবস্থান উপলব্ধিই আমাদের অভীপ্সা।

‘মরু ও মঞ্জরী’ ননী ভৌমিক লিখিত অন্তিম মৌলিক গ্রন্থ। গ্রন্থটির সারকথা পরিপুষ্টি লাভ করেছে ননী ভৌমিকের উজবেকিস্তান ভ্রমণের অভিজ্ঞতায়। ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি উজবেকিস্তান ভ্রমণ করেন। ‘মরু ও মঞ্জরী’ প্রকাশের পূর্বেই ‘দেশে’র পাঠক তা জানতে পারেন ‘মস্কোর চিঠি’ মারফত। চতুর্থ চিঠিতে লেখক জানান ‘সোভিয়েত সংবাদ পত্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে এ চিঠিটার নাম দেওয়া যেতে পারে ‘মস্কো তাশখন্দ’, কেননা এর মধ্যে মস্ত একটা লাফ দিয়েছিলাম মধ্য এশিয়ায়।’ এই চিঠিটিতে উদ্দীষ্ট সে দেশটিই উজবেকিস্তান। কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানিয়ে রাখা দরকার, এটিই ননী ভৌমিকের প্রথম উজবেকিস্তান ভ্রমণ নয়, ইতিপূর্বেও তিনি সেখানে গিয়েছেন। তাঁর কথাতেই তা স্পষ্ট, ‘ছোটো ছোটো খণ্ডে চাষ দেখতে অভ্যস্ত বলে যৌথখামার জিনিসটা কী ব্যাপার তা অনেক সময় আমাদের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন হয়। মনে আছে একবার প্রথমদিকে এসেছিলাম দিল্লি থেকে কাবুল এবং কাবুল থেকে উজবেকিস্তানে।’ ‘শাদা সোনা’ ব্যতীত অন্যত্র অবশ্য তার তেমন ছাপ না থাকলেও তাশখন্ডের ‘মাটিতে নেমে’ই তিনি জানিয়ে দেন, ‘প্রথম পরিচয়ের এই কিছুটা মিল, কিছুটা বা অমিলে মনে হতে পারত তেমন অমন কোথাও আসিনি।’ শুধু তাই নয়, পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর স্বীকারোক্তি, ‘পার্কটা আগেও দেখেছিলাম।’

উজবেকিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়নের এক খ্যাতিমান অঙ্গরাজ্য। এই প্রজন্ম সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ে রাশিয়াকে চেনে অধিক। রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতার সাথে পাঠকের পরিচয় ঘটিয়েছেন ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘রাশিয়ার চিঠি’তে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মস্কোতে কয়েকদিন’ও রাশিয়া-কথায় পুষ্ট। আবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পায়ের তলায় সর্ষে’(দ্বিতীয় খন্ড) রাশিয়া ভ্রমণের তৃষ্ণা পাঠক হৃদয়কে প্লাবিত করে পরিতৃপ্তির প্লাবনে। কিন্তু যিনি ‘মরু ও মঞ্জরী’ পাঠের সৌভাগ্য লাভ করেছেন তিনিই একমাত্র জানেন ননী ভৌমিকের দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ। লোকায়ত সমাজে বহুল প্রচলিত কথা ‘জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা’। অতীতে ‘জনযুদ্ধ’ ও ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সংবাদ সংগ্রহে নিরন্তর মেলা-মেশায় যেমন আমজনতার সান্নিধ্যলাভ করেন, তেমনই লাভ করেন অপার অভিজ্ঞতা। মস্কোবাসের দশ বছর পর পরিণতমনা ননী ভৌমিক এখন অভিজ্ঞ। সে অভিজ্ঞতার নিপুন বয়নেই ‘মরু ও মঞ্জরী’র শিল্পসাফল্য। ননী ভৌমিকের সমগ্র মৌলিক সাহিত্যের পরিসরে গ্রন্থটির স্থান অত্যুচ্চে। ১৯৬৬ সালের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত উজবেকিস্তান ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় তিনি প্রকৃতই মরুতে মঞ্জরী ফুটিয়েছেন। গ্রন্থের কথাবস্তুকে কয়েকটি পর্বে সাজিয়েছেন তিনি। এগুলিকে পর্ব বা অধ্যায় রূপে চিহ্নিত করা না থাকলেও গ্রন্থের কথাবস্তুতে লেখক তার সমাধান করেন নিজেই। লেখকের কথায়, ‘উজবেকিস্তানের সবচেয়ে শ্যামল শহর ফেরগানাকে এরা বলে ‘ঘুমন্ত সুন্দরী’, গোটা উজবেকিস্তানকে নিশ্চয় বলা যেত ‘ঘুমন্ত শক্তি’। সে শক্তির ঘুম ভাঙলো কিসে, সেটা অন্য অধ্যায়ে।’৫৮ অতএব গ্রন্থের পর্ব গুলিকে অধ্যায় চিহ্নিতকরণে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই।

‘মাটিতে নেমে’, ‘বালুকার্ণব’, ‘পতন,অভ্যুদয়, বন্ধুর পন্থা’, ‘মৃত্যু মিনার’, ‘পালাবদল’, ‘বিশ্বকর্মার সংসার’, ‘শাদা সোনা’, ‘ফেরগানার আরেকটু’, ‘ঘোমটা খসা নারী’, ‘ইবন সিনার সন্ততি’, ‘আপনি কি মুসলমান’, ‘দুই নগরের কাহিনী’ এবং ‘অগ্নিপুত’ শিরোনামাঙ্কিত তেরোটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে পর্যটক, সাংবাদিক, মার্কসবাদী কর্মী এবং সর্বোপরি সাহিত্যিক ননী ভৌমিক তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এমনভাবে প্রকাশ করেছেন, যা আজও সমান সুবাস বিলোয়। কিন্তু সেই সুবাস থেকে সিংহভাগ বাঙালি পাঠক বঞ্চিত। বন্ধুকবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় কিংবা অনুবাদক হায়াৎ মামুদ, অরুণ সোম সকলের প্রকাশিত অভিব্যক্তিতে সে বঞ্চনার কথা। অথচ দায়িত্ব নিয়ে হালের পাঠকের নিকট যদি পৌঁছে দেওয়া যায় ‘মরু ও মঞ্জরী’র সদর্থক বার্তা, ননী ভৌমিক পুনর্বার হয়ে উঠতে পারেন সমান প্রাসঙ্গিক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের নিরিখে পরাধীন ভারতবর্ষের সাথে সে দেশের তুলনা টেনেছিলেন চার দশক পর ননী ভৌমিক তুলনা করেছেন স্বাধীন ভারতের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে ননী ভৌমিকের পর্যবেক্ষণের ঈষদ তফাৎ বর্তমান। কেননা রবীন্দ্রনাথ সেখানে যান কয়েক দিনের জন্য, অন্যদিকে ননীবাবু একপ্রকার সোভিয়েতের স্থায়ী বাসিন্দা। কিন্তু আক্ষেপটা একই। সোভিয়েত শাসনে সেদেশে পাঁচ দশকেই যে উন্নতি সাধিত হয়েছে ব্রিটিশ শাসনে ২০০ বছরেও ভারতে তা হয়নি। কী শিক্ষা, কী শিল্প, কী কৃষি, কী অর্থনীতি - সব ক্ষেত্রেই এক নজরকাড়া উন্নয়নের পসরা সাজিয়ে উজবেকিস্তান যেভাবে বিশ্বের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তাতে বিস্মিত না হয়ে গত্যন্তর নেই। তবু কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন, ননী ভৌমিক কি তাঁর ভ্রমণকালে উজবেকিস্তানে এমন কিছুই দেখেননি যার সমালোচনা করা যায়। ননীবাবু এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাই গ্রন্থেই তাঁর স্বীকারোক্তি, ‘অবশ্য দেখেছি, যা অতীত স্বাভাবিক।’

‘মরু ও মঞ্জরী’র সমালোচনায় রবীন পাল মহাশয়ের মন্তব্য ‘ননী ভৌমিকের উপস্থাপনা যদি যথার্থ ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি না দিই, তাহলে লিখনের গুণে আকর্ষণীয়, এইসব দেশ, মানুষ, মানুষের সংগ্রামের সাফল্য পাঠককে মানবতায় করে তোলে আস্থাশীল, স্বপ্ন দেখার তৎপর।’ আবার গ্রন্থটির গল্পসরণি-সংস্করণের ভূমিকায় রাশিয়ান-বাংলা অরুণ সোম মহাশয়ের বিবৃতি ‘খসমাজ পাল্টায়, কিন্তু ইতিহাস তো পাল্টায় না। তাহলে তো রবীন্দ্রনাথের ‘রাশিয়ার চিঠি’কেও বাতিল করে দিতে হয়। ইতিহাস থেকেই আমাদের শিক্ষা নিতে হয়। ইতিহাসের পরিসমাপ্তি কখনও ঘটে না। অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতাই আমাদের বর্তমানে প্রবেশের ছাড়পত্র।’

অরুণ সোম মহাশয়ের এ মন্তব্য স্মরণে রাখলে আমরাও ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে পারি, নিতে পারি ‘মরু ও মঞ্জরী’ থেকেও। দীর্ঘকাল প্রবাসে থেকেও যেভাবে ননী ভৌমিকও দেশীয় অতীত-বর্তমান ঐতিহ্য গ্রন্থের পরতে পরতে স্মরণ করেছেন তা থেকে আমাদের আলবাৎ শিক্ষা নেওয়ার আছে। গদ্যের গুরুগম্ভীর শব্দচয়ন কিংবা ভঙ্গিমা কোনটাই গ্রন্থপাঠে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। তাছাড়া ভ্রমণকাহিনি গুলিতে যেভাবে গৌণ বিষয়কে মুখ্য করে দিস্তার পর দিস্তা মসি ব্যয় করে গ্রন্থকে সুস্বাদু করার প্রয়াস অন্যান্যদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, ননী ভৌমিক সে পথেও হাঁটেননি। বরং কথাসাহিত্যিক বা রিপোর্টাজ লিখিয়ে হিসেবে যে দক্ষতা তিনি অর্জন করেছিলেন তারই স্পষ্ট উচ্চারণ গ্রন্থটিকে গাল্পিক করে তুলেছে। কবিবন্ধু মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থই বলেছেন ‘এই বইতে ফের একবার প্রমাণ মিলল ননীর ভাষার সেই আগেকার তাজা স্বচ্ছতা আর দেখার চোখের তীক্ষ্ণ গভীরতা তখনও অটুট।’১৪১ স্বভাবতই রবিন পাল মহাশয়ের স্বীকারোক্তি ‘নানা দিক থেকে তাই মনে হয় ননী ভৌমিকের মৌলিক রচনা সমষ্টির মধ্যে এই বইটি অভিনব সাহিত্য, পাঠক যে উপযুক্ত সমাদর করেনি, কিন্তু করার কথা, তাতে আমার সন্দেহ নেই।’১৪২

সন্দেহ আমাদেরও নেই। নচেৎ ননী ভৌমিকের বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্তির পর বিজ্ঞপ্তি দিয়েও কেন দে’জ পাবলিশিং ননী ভৌমিকের রচনাবলী প্রকাশ করেনি, এক মস্ত প্রশ্ন। আশায় বুক বেঁধে ছিলাম, জন্মশতবর্ষে হয়তো ননী ভৌমিক আলোচনার কেন্দ্রভূমিতে উঠে আসতে পারেন। কিন্তু সে আশাও বিশবাঁও জলে। গল্পসরণি সপমাদক মহাশয় যদি সাগ্রহে ‘মরু ও মঞ্জরী’র গল্পসরণি সংস্করণ প্রকাশ না করতেন, তবে আমরা এ প্রজন্মের পাঠকগণ বঞ্চিত হতাম এমন মহৎ গ্রন্থপাঠের সুযোগ থেকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের তথা উজবেকিস্তানের সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি ও অর্থনীতির তৎকালীন পরিচয় পেতে হলে ‘মরু ও মঞ্জরী’র দ্বারস্থ হতেই হয়। অধ্যায় বিভাজন, অধ্যায়ের শুরুতেই উদ্ধৃতির ব্যবহার, ভাষা ও উপস্থাপনার সুনিপুন কৌশলে একজন শিল্পী বাস্তবের বর্ণনায় সাধারণ মানুষকে যেভাবে স্বপ্নে বিভোর করে তুলতে পারেন তার অন্যতম দৃষ্টান্ত ‘মরু ও মঞ্জরী’। অর্ধ শতাব্দী পরেও যে বর্ণনায় রীতিমতো বিস্ময় জাগে পাঠকের। এদেশীয় বাস্তবতার তুলনীয় সরণিতে আমাদের কল্পনার গতিও বাধাপ্রাপ্ত হয় যেখানে। অথচ কী সাবলীলভাবে ননী ভৌমিক উল্লেখ করেছেন, ‘জয়তু উজবেকিস্তান’। আমরাও পর্বের অন্তে বলি ‘জয়তু ননী ভৌমিক’।

তথ্যঋণ

- অধিকারী গৌতম, ‘কথারূপ ননী ভৌমিক সংখ্যা দুই’, কথারূপ
- অধিকারী গৌতম, ‘কথারূপ ননী ভৌমিক সংখ্যা দুই’, কথারূপ
- ভৌমিক ননী, ‘মরু ও মঞ্জরী’, গল্পসরণি
- সরকার অশোককুমার (সম্পা.), ‘দেশ’, কলিকাতা ১, ৩৫ বর্ষ, সংখ্যা ১
- সরকার অশোককুমার (সম্পা.), ‘দেশ’, কলিকাতা ১, ৩৫ বর্ষ, সংখ্যা ৩৪
- দাশ জীবনানন্দ, ‘রূপসী বাংলা’, সিগনেট প্রেস, আগস্ট ১৯৫৭
- চৌধুরী প্রমথ, ‘প্রবন্ধ সংগ্রহ’, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ডিসেম্বর ২০০৩
- বসু সুভাষচন্দ্র, ‘তরুণের স্বপ্ন’
- মন্ডল স্বপনকুমার, ‘বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ’, পেজফোর, ২১/১০/২০২১
- বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীনগেন্দ্রনাথ (সম্পা.), ‘তীর্থমঙ্গল’, বঙ্গীয়